বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>295 >>24 Sharabon 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৯৫ >> << ২৪ শে, শ্রাবণ ১৪৩০>>

সুদানের রাজধানীতে তীব্র সংঘর্ষ, যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না

সুদান ঃ সুদানের সেনাবাহিনী মঙ্গলবার রাজধানী খার্তুমে প্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক গোষ্ঠীর সাথে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ভারী লড়াইয়ের শক্তি সঞ্চয়ের প্রচেষ্টা জোরদার করছে।এর ফলে ক্রমবর্ধমান মানবিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী সোমবার থেকে বিমান হামলা ও ভারি গোলা বারুদ দিয়ে আক্রমন চালাচ্ছে যাতে নীল নদের উপর প্রতিদ্বন্দ্বীর র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) ব্যবহৃত একটি সেতুর দখল নেয়া যায় যার ফলে ওমদুরমান থেকে বৃহত্তর রাজধানী বাহরি ও খার্তুমে আরও অস্ত্র ও সৈন্য মোতায়েন করা যায়। এপ্রিলের মাঝামাঝি লড়াইয়ের সময় রাজধানীর বেশিরভাগ অংশ দখল করে রাখা আরএসএফ, জোরালো ভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। যার ফলে আবাসিক এলাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ এবং বেসামরিক হতাহত এবং লোকজনের বাস্তুচ্যুত হবার ঘটনা ঘটে। পূর্ব ওমদুরমানের আশেপাশের সক্রিয়বাদীরা জানিয়েছেন, অন্তত নয়জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। একটি গণঅভ্যুত্থানে ওমর আলবশিরকে ক্ষমতাচ্যুত করার চার বছর পর যুদ্ধ শুরু হয়। যৌথভাবে ২০২১ সালে একটি অভ্যুত্থান করার পর বেসামরিক শাসনে রূপান্তরের পরিকল্পনা নিয়ে মতবিরোধের কারণে সেনাবাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়।

বাজার দর

SENSEX : 65995.81 +149.31
NIFTY : 19632.55 +32.55

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .25 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .22 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের উচ্ছেদ নোটিসে স্থগিতাদেশ আদালতের

বোলপুর ঃ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ এনে উচ্ছেদের নোটিসে ধরিয়েছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ। এই বিতর্ক চলছে বহুদিন যাবত। এমনকি মামলা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। এই মামলাতেই এবার স্থগিতাদেশ জারি করল পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের সিউড়ি জেলা আদালত। কীসের ভিত্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়েছে, তা জানতে চেয়ে বিশ্বভারতীকে নথি পেশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে নথি পেশের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অর্থাৎ আদালতের পরবর্তী শুনানির আগে এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বিশ্বভারতী। যদিও আদালতের নির্দেশের বিষয়ে এদিন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ বা অমর্ত্য সেন ‑ কোনও পক্ষেরই কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জায়গা দখল রেখেছেন অমর্ত্য সেন, এই অভিযোগ এনে চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের শান্তিনিকেতনে প্রতীচীর ঠিকানায় চিঠি পাঠায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। দ্রুত

জমি হস্তান্তরের দাবিও জানায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পাল্টা হিসেবে বিশ্বভারতীর জয়েঃট রেজিস্ট্রারকে লেখা চিঠিতে অমর্ত্য সেন দাবি করেন, উত্তরাধিকার সূত্রে বাবার কাছ থেকে আমি ওই জমি পেয়েছে। এটা আমারই প্রাপ্য। এ নিয়ে বিতর্কের কোনও অবকাশ নেই। বিদেশে থাকার কারণে সেই সময় বিশ্বভারতীর ডাকা শুনানিতে হাজির থাকতে পারেননি তিনি। এরপরই জবরদখলের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট ১৩ ডেসিমেল জমি উচ্ছেদের নোটিস রুজু করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। আদালতে গড়িয়েছিল মামলা। এই মামলাতেই এদিন সিউড়ি আদালতের তরফে বিশ্বভারতীকে জমি জবর দখলের অভিযোগ সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চাঁদের ধুলোর অদ্ভূত প্রকৃতিই ভারতের চন্দ্রযান ৩'এর সফট ল্যান্ডের সময়ে আসল চ্যালেঞ্জ

কলকাতা ঃ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর ৭০ ডিগ্রি দ্রাঘিমায় সফট ল্যান্ড করবে ভারতের তৃতীয় চন্দ্রযানের ল্যান্ডার বিক্রম। এখন আপাতত চাঁদের প্রথম কক্ষপথেই পাক দিচ্ছে চন্দ্রযান। বুধবার ৯ অগাস্ট বেলার দিকে দ্বিতীয় কক্ষে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তাকে। গতি কমিয়ে খুব সাবধানে চাঁদের পথে যেতে হবে চন্দ্রযানকে। পাঁচ পাকের প্রতিটাতেই রয়েছে বড় চ্যালেঞ্জ। আর আসল পরীক্ষা হবে সেই অবতরণের দিন। কারণ উঁচু থেকে গতি কমিয়ে চাঁদের মাটিতে নেমে আসার প্রক্রিয়া খুব সহজ নয়। ইসরোর বিজ্ঞানীরা বলছেন, সময় ও গতি এই দুটোই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাছাড়া আরও একটা বড় সমস্যা আছে।

দ্বিতীয় চন্দ্রযানের বিক্রম হারিয়ে গেছে। তবে অরবিটার এখনও সতেজ আছে। পৃথিবীর কক্ষে পাক খেতে খেতেই চাঁদে সতর্ক নজর রেখেছে সে। চন্দ্রযান২ এর অরবিটারই খবর পাঠিয়েছে চাঁদের মাটিতে অবতরণের সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে চাঁদের ধুলো বা রেগোলিথ। তার হাই সেন্সর ক্যামেরা এবং লার্জ এরিয়া সফট

এক্স রে স্পেকট্রোমিটার এ ধরা দিয়েছে চাঁদের মাটিতে ঘটে চলা কিছু ঘটনা।

গত ২৯ দিনে চাঁদের দক্ষিণ পিঠের উপর পুরোপুরি একবার পাক খায় অরবিটার। পুরোটা পরিক্রমা করতে তার সময় লাগে মোট ৬ দিন। তার মধ্যেই দক্ষিণ মেরুর আনাচেকানাচে ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেয় সে। অরবিটারের ডেটা বলছে, চাঁদের মাটিতে প্রচুর খনিজ রয়েছে। তাদের মধ্যে চার্জড পার্টিকলের (প্রোটন ইলেকট্রন) নিরন্তর বদলও লক্ষ্য করেছে সে।

অরবিটারের লার্জ এরিয়া সফট এক্স রে স্পেকট্রোমিটার দেখেছে, দক্ষিণ পিঠে চাঁদের ধুলো বা রেগোলিথ এর (Regolith) মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, টাইটানিয়াম এবং আয়রনের মতো খনিজ মৌল। তাদের অণু পরমাণুর মধ্যে নিরন্তর ধাক্কাধাক্কি চলছে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে ইলেকট্রনরা। এক্স রে স্পেকট্রোমিটার এর চোখে ধরা পড়েছে, এই ইলেট্রনরা এতটাই উত্তেজিত, যেন মনে হচ্ছে তারা নাচতে নাচতে ঘুরছে।

এই রেগোলিথ মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চাঁদে যেহেতু পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল নেই, তাই মহাজাগতিক রশ্মি, সৌরবায়ু সরাসরি আছড়ে পড়ে চাঁদে। আর মহাজাগতিক রশ্মিদের বিকিরণে চাঁদের ধুলো আরও উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি শুরু করে। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি বা অন্য কোনও মহাজাগতিক রশ্মি চাঁদের মাটিতে সরাসরি আছড়ে পড়ার সময় এই সূক্ষাতিসূক্ষ ধূলিকণাগুলিকে আঘাত করে। ফলে এগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ তৈরি হয়। গরম হলে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার জন্য ধূলিকণাগুলো তড়িৎ ঋণাত্মক কণা বা ইলেকট্রন ছাড়তে থাকে। তাপমাত্রার ফারাক এবং মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে বিরাট এলাকা জুড়ে ধুলোর ঝড় শুরু হয়। এই ধুলোর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স চুম্বকীয় স্তর (Magnetic Field) তৈরি করে। তৃতীয় চন্দ্রযানের ল্যান্ডার বিক্রমকে যদি নিরাপদে চাঁদের মাটিতে নামতে হয়, তাহলে চাঁদের ধুলোর প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে হবে। রেগোলিথদের তাণ্ডব নাচন সামলে হাল্কা পালকের মতো সফট ল্যান্ড করতে হবে চাঁদের মাটিতে। সামান্য ভুল হলেই দ্বিতীয় চন্দ্রযানের বিক্রমের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে চাঁদের বুকে। আর তারপরেই চাঁদের ধুলোয় চিরতরে হারিয়ে যাবে।

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী লাগাতার ও নির্লজ্জ যুদ্ধাপরাধ করছে ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জাতিসংঘ অনুসন্ধানী দলের তদন্তকারীরা বলেছেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ক্রমবর্ধমান হারে নির্লজ্জ যুদ্ধাপরাধ সংগঠন করছে। এর মধ্যে রয়েছে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর বোমা বর্ষণ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম ফর মিয়ানমার (আইআইএমএম) এর প্রতিবেদন তৈরির কাল ধরা হয়েছে ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৩ সালের জুন পর্যন্ত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং এর সহযোগী আধা সামরিক বাহিনী ক্রমবর্ধমান হারে এবং নির্লজ্জভাবে যুদ্ধসম্পর্কিত তিন ধরনের যুদ্ধাপরাধ করেছে এর জোরালো প্রমাণ রয়েছে। এই অপরাধের মধ্যে রয়েছে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে নির্বিচার বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোমা বর্ষণ, বেসামরিক নাগরিকদের বাড়িঘর ও ভবন পুড়িয়ে ফেলা। এর ফলে অনেক সময় পুরো গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। দুই বছর আগে জান্তা ক্ষমতা দখলের পর থেকে মিয়ানমার এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে পড়ে। বিরোধীদের ওপর রক্তক্ষয়ী দমনপীড়ন শুরু করলে, প্রতিরোধ আন্দোলনের সদস্যরা বিভিন্ন ফ্রন্টে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। আর, এর ফলে পশ্চিমা দেশগুলো নতুন করে মিয়ানমারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

জাতিসংঘের তদন্তকারীদের অনুসন্ধানের বিষয়ে মন্তব্যের জন্য জান্তার কোনো মুখপাত্রের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে কোনো নৃশংস ঘটনার কথা অস্বীকার করে জান্তা। তারা বলেছে যে তারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে একটি বৈধ অভিযান পরিচালনা করছে। সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা ন্যায্য বলে তারা উল্লেখ করে তবে জাতিসংঘের তদন্তকারীরা বলেছেন, মিয়ানমার সেনাবাহিনী জানে বা জানা উচিত ছিলো যে হামলার সময় কথিত লক্ষ্যবস্তুতে বা তার আশেপাশে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক নাগরিক অবস্থান করে।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ কূটনীতিবিদ দেশটির সামরিক নেতাদের সাথে আলোচনার জন্য নিজার সফর করেছেন

নিজারঃ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নিজারে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেঃটকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য দেশটির নতুন সামরিক শাসকদের প্রতি আহ্বান জানাতে যুক্তরাষ্ট্রের একজন শীর্ষ কূটনৈতিক কর্মকর্তা নিজার সফর করেছেন। নিজারের সামরিক বাহিনীকে পিছু হটার জন্য রবিবার ইকোয়াসের বেঁধে দেয়া সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পরে সেখানকার সামরিক নেতারা দেশকে রক্ষা করার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন এবং নিজারের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এছাড়াও সোমবার প্রতিবেশী মালি বলেছে, এটি এবং বুরকিনা ফাসো সামরিক শাসকদের প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য নিজারে কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠাবে। উভয় দেশই সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামরিক অভ্যুত্থানের মুখোমুখি হয়েছে। তারা বলেছে, নিজারে সামরিক হস্তক্ষেপ যুদ্ধ ঘোষণার সমতুল্য হবে। জাতিসংঘের একজন মুখপাত্র জানান, সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস তার ইকোওয়াসের চলমান মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং বাজুমের অব্যাহত আটক ও নিজারে সাংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে এখন পর্যন্ত ব্যর্থতার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জাতিসংঘের প্রতিক্রিয়া ছাড়াও আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা সরকারগুলো এই অভ্যুত্থানের ব্যাপক নিন্দা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বৃহস্পতিবার বাজুমের অবিলম্বে মুক্তির জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, নিজার তার গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। নিজার বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে একটি। আফ্রিকাতে সর্বোচ্চ জন্মহার এই দেশের। দেশটি বিদেশী সহায়তার ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে। বাজুম ২৬ জুলাই থেকে তার পরিবারের সাথে গৃহবন্দি রয়েছেন। বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন পোস্টের একটি কলামে নিজেকে তিনি জিম্মি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন এবং সতর্ক করেন যে, বিদ্রোহ সফল হলে এটি আমাদের দেশ, আমাদের অঞ্চল এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

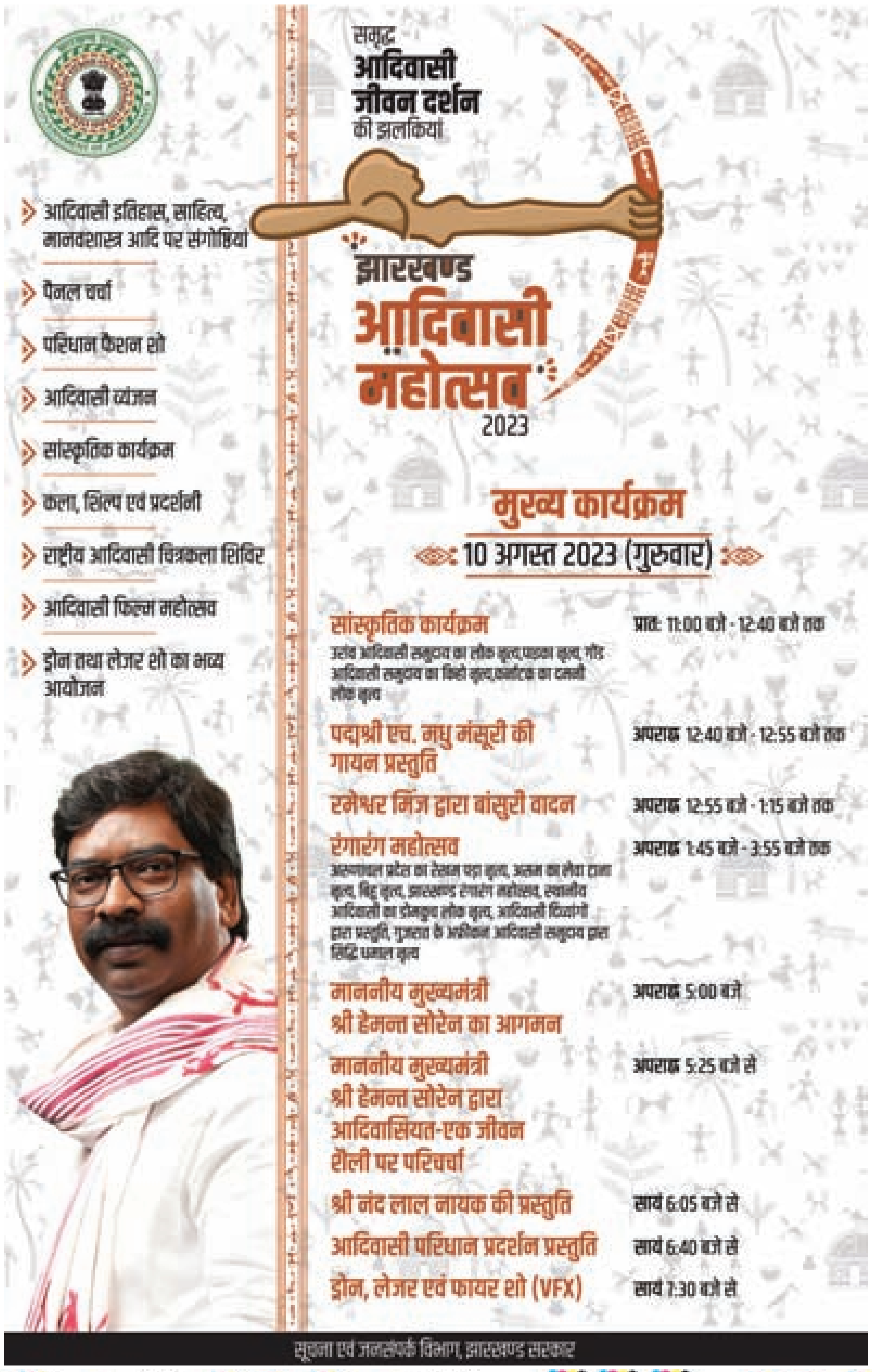

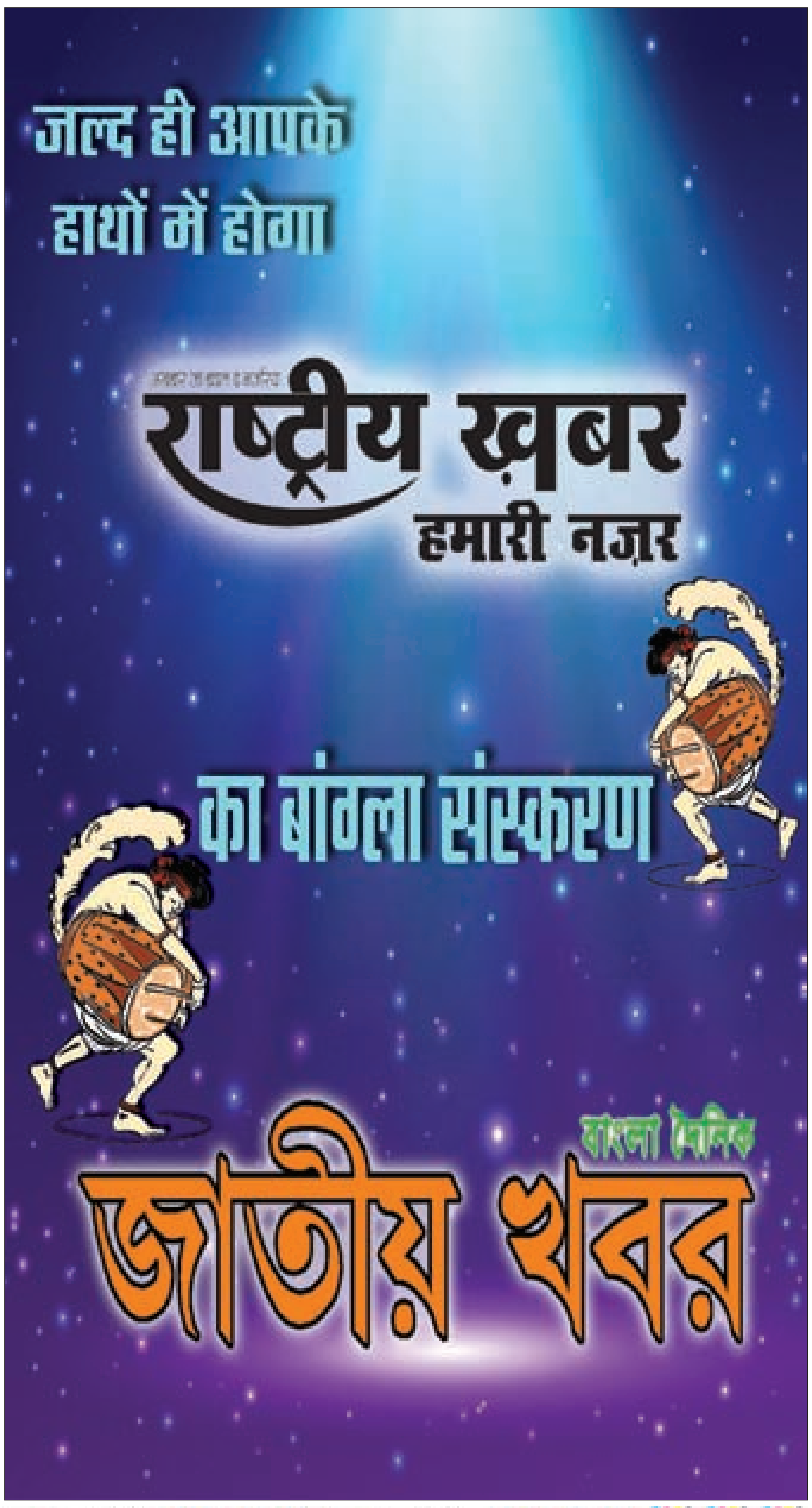

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

সিপিআইএমের জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর এবং মারধরের অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ সিপিআইএমের জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর এবং মারধরের অভিযোগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সাথে ওই জয়ী প্রার্থীকে অপহরণ করেছে কংগ্রেস এমনটাও বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের। মালদার চাচল ১ নং ব্লকের মধ্যমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৬ নং বুথের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়।২০ আসন বিশিষ্ট মকদমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯ টি আসনে তৃণমূল,৮ টি যায় কংগ্রেসের দখলে, ২ টি সিপিআইএম এবং ১ টি বিজেপি। ফলাফল বেরোনোর পর থেকেই ভোট গঠনের তোড়জোড় শুরু করে তৃণমূল এবং কংগ্রেস। প্রত্যেকেই নিজেদের জয়ী প্রার্থীদের গোপন আস্তানায় রাখে।এলাকা সূত্রের খবর সিপিআইএমের জয়ী প্রার্থীরা কংগ্রেসকে সমর্থন দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন ১৩৬ নং বুথের জয়ী সিপিআইএম প্রার্থী আনোয়ার আলী। আনোয়ার কংগ্রেসের প্রার্থীদের সঙ্গে গোপন আস্তানায় যান বাড়ির লোকেদের জানিয়ে। হঠাৎই কংগ্রেস এখন দাবি করছে আনোয়ার তাদের আস্তানায় নেই। আনোয়ার তৃণমূলের ক্যাম্পে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতীরা আনোয়ার আলীর বাড়িতে চড়াও হয়। বাড়িতে ব্যাপক ভাংচুর করে।সোনা গয়না এবং নগদ অর্থ লুটপাট করে। এই মুহূর্তে উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চাচল থানার পুলিশ।

মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি ঃ কমণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে মিছিল করল দার্জিলিং জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন মুখে কালো কাপড় বেঁধে এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। বুধবার বিকেলে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহরের মূল পথ পরিক্রমা করে শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কালো কাপড় বেঁধে মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিল করেন। এই মিছিল থেকে মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ঘটনার যে ভিডিও প্রকাশ হয়েছে সেই ঘটনার নিন্দা জানানো হয়।

আবদুল করিম চৌধুরীর বিস্ফোরক বক্তব্য, কাজ করিয়ে নিতে হলে টাকার লোভে নেতাকে ধরতে হবে

উত্তর দিনাজপুর ঃ আমি দুঃখিত মমতা দিদি, আমি বিধানসভায় যাব না।কোনো কাজ নিতে হলে টাকা দিয়ে লোভী নেতা ধরতে হবে তারপর কাজ হবে এমনি বিস্ফরক মন্তব্য ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। বুধবার সন্ধ্যায় ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী নিজ বাসভবনে একটি সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। সেই সাংগঠনিক বৈঠকে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধানসভা নিয়ে বিস্ফরক মন্তব্য বিধায়কের। তিনি বলেন, বিধানসভায় কোনো কথা বলা যাবে না। টাকা দিয়ে লোভী নেতা ধরলেই কাজ হবে। বিধানসভায় শাসক দলের হয়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে বলা যাবে না। তাই আমি বিধানসভা যাবো না মমতা দি ''সরি মমতা দিদি'' ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী।

পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না থাকার ফলে এবারে এখনো পর্যন্ত ২৯ হাজার ২৬৯ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে

মালদা ঃ জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা যায় মালদা জেলায় মূলত হবিবপুর বামন গোলা ওল্ড মালদা গাজোল ব্লকে আমন ধান চাষ বেশি পরিমাণে হয় জেলায় এক লক্ষ ৪৮ হাজার ৩০ সেক্টর জমিতে আমন ধান হয় কিন্তু এবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি না থাকার ফলে এবারে এখনো পর্যন্ত ২৯ হাজার ২৬৯ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘাটতি অনেকটাই। পাশাপাশি বর্ষার মরশুমে জেলায় বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন ছিল প্রায় ৬১২. ১ মিলিমিটার এখানে এখনো পর্যন্ত জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪৭৩.২ মিলিমিটার। প্রায় জেলায় এখনো পর্যন্ত ২২.৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত ঘাটতি রয়েছে। আল্লাহ জেলা কৃষি অধিকর্তা দিব্যেন্দু মজুমদার জানান জেলাতে এবার বৃষ্টিপাতের ঘাটতি রয়েছে তবে আশা করছি আগস্ট মাসে সেই বৃষ্টিপাতের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে তবে কৃষকদের কথা মাথায় রেখে এবার আমন ধান জমিতে কৃষকরা যদি না লাগাতে পারে বৃষ্টির অভাবে সে ক্ষেত্রে কৃষকদের খারিফ মরশুমে কালো কলাই দেওয়া হবে ।পাশাপাশি রবি মৌসুমে তরী সরষে, ডাল শস্য দেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে চাষিরা কিছুটা চাষ করে উপকৃত হবেন এছাড়াও কৃষকরা বাংলা শস্য বীমা আবেদন করলে সে সুযোগও দেওয়া হবে।

আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দিবস, প্রস্তুতি সভার আয়োজন

মালদা ঃ আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা দিবস। প্রতি বছরের মতো এবারও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর এই তিন জেলার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় গাজোলের সিউচাঁদ পরমেশ্বরী বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে। হাজির ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি প্রসূন রায়সহ উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিরা। এদিনের প্রস্তুতি সভায় বিরোধী বিজেপির ওপর বিভিন্নভাবে তোপ দাগা হয়। মণিপুরের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদাসীনতা নিয়েও তোপ দাগেন নেতৃত্বরা।

উত্তর দিনাজপুরে গণপিটুনিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু, পুলিশের গাফিলতির অভিযোগ

উত্তর দিনাজপুর ঃচোর সন্দেহে এক ব্যাক্তিকে বেধড়ক মারধর করে খুনের অভিযোগ উঠল এলাকার গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। রাতভর পিটিয়ে, তাকে জল চাইলে জলও দেওয়া হয় নি বলে অভিযোগ। মর্মান্তিক এই ঘটনা রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ইটাল গ্রামের।

রাতেই পুলিশকে খবর দেওয়া হলেও পুলিশ আসেনি বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রহিম শেখ নামে আহত ওই ব্যাক্তিকে পাটের জমি থেকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেলে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষনা করা হয়।

এই খবর চাউড় হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই ব্যাক্তিকে মারধোরের একটি ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে। ঘটনায় কয়েকজনকে পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে। তবে সময়মত পুলিশ এলে তাকে বাঁচানো যেতো বলে দাবী মৃতের পরিবারের।

পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে আচমকাই আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ারঃ বড়ধরনের অগ্নিকাণ্ডের থেকে রক্ষা পেল রাঙ্গালিবাজনাবাসী।বৃহস্পতিবার দুপুরে পেট্রোল পাম্পে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে আচমকাই আগুন ধরে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট থানার রাঙ্গালিবাজনার একটি পেট্রোল পাম্পে। পাম্পে দাঁড়ানো অবস্থায় ট্রাকের চালকের কেবিনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে।পাশাপাশি কালো ধোঁয়া উঠতে থাকে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পেট্রোল পাম্পকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। পরবর্তীতে স্থানীয়রা ও পাম্পের কর্মীরা সবাই মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে হ্যামিল্টণগঞ্জ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পৌছায়। কিন্তু তার পূর্বেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে রান ফর ভারত দৌড়ের

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে রান ফর ভারত দৌড়ের। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এমনটাই জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা। জানা গিয়েছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে আগামী ১৩ ই আগস্ট এই দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের সামনে থেকে দৌড় শুরু হবে ও শেষ হবে সালবাড়ি এলাকায় অবস্থিত বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে। এই দৌড়ে ১৩ বছর বয়স থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত সকলে অংশগ্রহণ করতে পারবে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানান আয়োজক সংখ্যার সদস্যরা।

যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার এসপি অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি

কোচবিহার ঃ কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবিতে কোচবিহারের পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও এবং অবস্থান বিক্ষোভ বিজেপির যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার। পুলিশ বেরিকেট দিয়ে আন্দোলনকারী দের আটকানোর চেষ্টা করলে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়ন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় যুব মোর্চার কর্মীদের। অবশেষে পুলিশের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে অবস্থানে বসে যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চার সদস্যরা।

বাড়ির পরিচারিকাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে শিলিগুড়িতে এক পুলিশ অফিসারের শ্যালককে গ্রেফতার করল পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোয়ার ভানুনগর এলাকায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এক অফিসারের বাড়িতে গত কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন ওই মহিলা।মঙ্গলবার সেই পুলিশ অফিসারের শাশুড়ি ও শ্যালক তাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।ওই পরিচারিকা মঙ্গলবার ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন।এরপর ঘটনার ন্যায় বিচারের দাবীতে বুধবার আহত মহিলা ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা ভক্তিনগর থানায় বিক্ষোভ দেখান।

চুরির চার মাস পর উদ্ধার হল চুরি যাওয়া স্কুটি

শিলিগুড়ি। চুরির চার মাস পর একটি চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করল শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতের নাম ব্রিগেন তামাং, বয়স ২৬। সে কালিম্পঙের বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, মার্চ মাসের ২৩ তারিখ একটি হোটেলের সামনে থেকে চুরি যায় ওই স্কুটি। তারপরেই ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন স্কুটির মালিক চৈতন্য আগরওয়াল। ঘটনার তদন্তে নেমে তিনদিন আগে অভিযুক্তকে ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে রিমান্ডে নিয়ে বৃহস্পতিবার ভক্তিনগর থানা সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই চুরি যাওয়া স্কুটি উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ইলেকট্রিক অফিসে তালা মেরে অবস্থান বিক্ষোভ দেখালো গ্রামবাসীরা

মালদা ঃ মোথাবাড়ি থানার অন্তর্গত সাটাঙ্গাপাড়া, চকপ্রতাপুর কেশারপুর, দাল্লুমন্ডল টোলা জুড়ে কার্যত একটু ঝড়বৃষ্টি হলেই ইলেকট্রিক পরিষেবা বন্ধ থাকে বলে দাবি তুলে মোথাবাড়ি ইলেকট্রিক অফিসে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালো উল্লিখিত গ্রামের বাসিন্দারা। এই দিন ওই এলাকার গ্রামবাসীরা সকাল দশটা নাগাদ ইলেকট্রিক অফিসের সামনে এসে ধরনায় বসে এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। গ্রামবাসীদের দাবি তিনদিন থেকে ইলেকট্রিক পরিষেবা ব্যাহত রয়েছে গ্রামে। এর ফলে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন , এমনকি খুদে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে দাবি তুলেন বিক্ষোভকারীরা ।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবসের অঙ্গ হিসেবে সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়জন

শিলিগুড়ি ঃ গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবসের অঙ্গ হিসেবে সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়জন করা হয়। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস ১ থেকে ৭ই আগস্ট গোটা দেশজুড়ে পালন করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে একটি সচেতনতা মূলক শিবিরের আয়জন করা হয়। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস উপলক্ষে সপ্তাহ জুড়ে নানান সচেতনতামূলক কর্মসূচির মধ্যে দিনটিকে পালন করা হচ্ছে। একইভাবে বৃহস্পতিবার নকশালবাড়ি ব্লকের অন্তর্গত গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে মাতৃদুগ্ধ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের এই শিবিরে মূলত মায়েদের মাতৃদুগ্ধ নিয়ে সচেতন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা সিংহ, উপপ্রধান অমৃত লাল সরকার, আইসিডিএস কর্মী তপতী সাহা সহ অন্যান্য কর্মীরা।

নিজের গলায় ছুরি মেরে গুরুতর আহত হলেন এক বৃদ্ধা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির মল্লিকসভা এলাকায়

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়ি জেলারল ধুপগুড়ি ব্লকের দেওমালি বাজার সংলগ্ন মল্লিকসভা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই বৃদ্ধা শারীরিক ও রসিক ভাবে অসুস্থ। বৃদ্ধার নাম আজিজার রহমান (৬৫)। তার স্ত্রীর সঙ্গে মাঝেমধ্যেই ঝগড়ায় জড়িত হয়ে পড়ে। গতকাল সন্ধ্যায় তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। হঠাৎ এদিন তিনি নিজের গলায় ছুরি মারেন। ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন তার স্ত্রী, চিৎকার চেঁচামেচিতে তড়িঘড়ি ছুটে আসে স্থানীয় বাসিন্দারা। রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় অবস্থা আশঙ্কাজানো হয় চিকিৎসক তাকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধুপগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

২৭ বছর গ্রামে ফিরতেই সেলিব্রিটি বিএসএফ জওয়ান সেলফি তোলার হিড়িক, বাজলো ব্যান্ড

জলপাইগুড়ি। ২৭ বছর ছয় মাস আগে দেশের সেবায় ঘর ছেড়েছিলেন সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পাতকাটা জালাদি পাড়ার যুবক গোবিন্দ দাস। যোগ দিয়েছিলেন দেশের এক নম্বর ফ্রন্ট লাইন ডিফেন্স বি এস এফে। কার্গিল যুদ্ধের সময় কর্তব্যরত ছিলেন জম্মু কাশ্মীরে সেনা বাহিনীর সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করে পাকিস্থানি অনুপ্রবেশকারীদের পরাস্ত করেছেন। এবার যেন ঘরে ফেরার পালা, এদিন দিল্লি থেকে অসমগামী ট্রেনে চড়ে নামেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে। স্টেশনে ট্রেন থামতেই বেজে ওঠে গ্রামবাসীদের আনা ব্যান্ড পার্টির মিউজিক। একে একে এগিয়ে আসে নিজের সহধর্মিণী সহ গোটা গ্রামের মানুষ, গলায় পরানো হয় ফুলের মালা, এরই মধ্যে গ্রামের বীর জওয়ানের সঙ্গে সেলফি তোলার হিড়িক পরে যায়, এত আযয়োজন দেখে আপ্লুত হয়ে গিয়ে বি এস এফের অবসরপ্রাপ্ত হেড কনস্টেবল গোবিন্দ দাস জানান, এটাই জীবনে সেরা মুহূর্ত।বাড়ি ফেরার আনন্দে এদিন আত্মীয় পরিজন পাড়াপ্রতিবেশী, টোটোচালক থেকে পথ চলতি মানুষদেরকেও মিষ্টিমুখ করানো হয়।

কাফ সিরাপ সহ এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃগত বুধবার রাত্রে আবারও কাফ সিরাপ সহ ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের জনতা নগরের বাসিন্দা সুরজীৎ সরকার নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করলো ভক্তিনগর থানা। বুধবার রাত্রে সেবক রোড এর পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এর সামনে থেকে একটি স্কুটি সহ গ্রেফতার করে তাকে।পুলিশ সুত্রে জানাগেছে স্কুটিতেই এই কাফ সিরাপ পাচারের কর্মাকান্ড চালাতো সে।বৃহস্পতিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।।

আবারো খাঁচা বন্দি হলো একটি পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ

জলপাইগুড়িঃ মাস যেতে না যেতেই আবারো খাঁচা বন্দি হলো একটি পূর্ণবয়স্ক চিতা বাঘ। ফের নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানে খাঁচা বন্দী হলো চিতাবাঘ। এদিন ঘটনাটি ঘটে নাগরাকাটা ভগৎপুর চা বাগানে বৃহস্পতিবার ভোরে। সেখানকার ৮ নম্বর সেকশনে আগে থেকেই পেতে রাখা খাঁচায় একটি পূর্ণ বয়স্ক চিতাবাঘ ছাগলের টোপে খাঁচা বন্দী হয়। এর আগে গত ২২ জুলাই ওই বাগানটিরই ১৫ নম্বর সেকশন থেকে এরকমই একটি চিতাবাঘ ধরা পড়ে। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল দে বলেন, চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন কয়েক আগেই বাগানের ওই এলাকায় একটি গরু চিতাবাঘ সাবাড় করে দেয়। তখনই ৮ নম্বর সেকশনে খাঁচা পাতার বন্দোবস্ত করে বাগান কর্তৃপক্ষ। সহকারী ম্যানেজার অশোক ঝা বলেন, ৫ ও ১৯ নম্বর সেকশনেও চিতাবাঘের আনাগোণা টের পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিন ভোরে চিতাবাঘ বন্দী হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শয়ে শয়ে স্থানীয় মানুষ সেখানে ভিড় জমাতে থাকেন। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে এবং খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিতা বাঘ বন্দী হওয়ার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবে স্বস্তি মিললেও আতঙ্ক কিন্তু কাটছে না শ্রমিকদের মধ্যে কারণ বাগানে চিতা বাঘের আনাগোনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে শ্রমিকদের দাবি।

মানিকচকের গঙ্গায় ধরা পড়ে ৫০ কেজি ওজনের কাতলা মাছ

মালদা ঃ মাছ কেনার হিরিক।এক দুই কেজি নয়,প্রায় ৫০ কেজি ওজনের গঙ্গার কাতলা মাছ কিনতে হিরিক নেতাজি পৌর বাজারের মাছ বাজারে।৮০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে গঙ্গার মাছ। মানিকচকের গঙ্গায় ধরা পড়ে মাছটি। মাছ, বাজারে আসতেই কেনার হিরিক ক্রেতাদের। মাছ ব্যবসায়ীদের দাবি এই প্রথম বাজারে প্রায় ৫০ কেজি ওজনের মাছ এসেছে। বিক্রি করা হচ্ছে ৮০০ টাকা কেজি দরে। বিশালাকৃতির কাতলা মাছ দেখতে এবং ছবি তুলতেও ভিড় জমান বহু মানুষ।

এন এফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে শুরু হয়েছে পেনশন অধিকার জাগরন রথ সহ মহা মিছিল

মালদা ঃ এন এফ রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে শুরু হয়েছে পেনশন অধিকার জাগরন রথ সহ মহা মিছিল। কাটিহার থেকে শুরু করে জাগরন রথ সহ এই মহা মিছিল বৃহস্পতিবার সকালে মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছায়। এরপর এই মিছিল রেল কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। জানা গেছে নিউ পেনশন সিস্টেম বন্ধ করে পুরাতন পেনশন সিস্টেম চালু করার দাবিতে কাটিহার থেকে শুরু হয়েছে এই মহা মিছিল। আজ এই মহামিছিল এসে পৌঁছায় মালদায়।

একই ওয়ার্ডে ৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত, বিশেষ পর্যবেক্ষণে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা

নদিয়া ঃ গোটা নদিয়া জেলা জুড়ে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পরেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। ইতিমধ্যে নদিয়া জেলার রানাঘাটে প্রতিদিনই বাড়ছে হুহু করে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। ডেঙ্গি প্রতিরোধে হিমশিম খেতে হচ্ছে পৌরসভা কে। এবার নদিয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে ৬ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়। আর তাতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ শান্তিপুর পৌরসভার। এদিন এক নম্বর ওয়ার্ডে বিশেষ পর্যবেক্ষণে আসে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা, সাথে ছিলেন পৌরসভার পৌর আধিকারিকরা। ওই ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষ করার পাশাপাশি জমে থাকা জল ও জলাশয় জায়গাগুলিতে গিয়ে মশার লার্ভা নিধনে করলেন কীটনাশক স্প্রে। এছাড়াও প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে সচেতন করলেন মানুষদের। এ প্রসঙ্গে শান্তিপুর পৌরসভার প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, ডেঙ্গির উপদ্রব বাড়তেই বিশেষভাবে পদক্ষেপ নেয় শান্তিপুর পৌরসভা। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সার্ভে করা হয়, কিন্তু এখনো অনেক মানুষ অসচেতন। অনেকের বাড়িতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ফুল গাছের টপ, ডাবের খোলা, এবং যেকোনো পাত্রে জমে রয়েছে জল। আর সেই জলেই জন্মাচ্ছে মশার লার্ভা, আর সেখান থেকেই বাড়ছে মশার উপদ্রব। তাই ডেঙ্গি প্রতিরোধে শুধু পৌরসভা কে দায়িত্ব নিলে হবে না, সাধারণ মানুষকেও সচেতন থাকতে হবে, এবং নিজের বাড়িকে সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাহলেই ডেঙ্গির হাত থেকে আমরা সকলেই রক্ষা পাব।

আলিপুরদুয়ারে ৯ই আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন

আলিপুরদুয়ার ঃ ৯ আগষ্ট কালচিনি ব্লকে আয়োজিত হচ্ছে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। বুধবার কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন নিয়ে এক সভা আয়োজিত হয়। এদিন কালচিনি ব্লকের সমস্ত আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করেন কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মন। এদিন কালচিনি বিডিও প্রশান্ত বর্মণ জানান কালচিনি ব্লকের ডীমা বীচ লাইনে বিশ্ব আদিবাসী দিবস আয়োজিত হবে । এদিন এই অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হয় সভায় । এবং কিভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়।

দুই বছর ধরে নিখোঁজ ছেলের খোঁজে উত্তর দিনাজপুর থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন অসহায় বাবামা

শিলিগুড়ি ঃ দুই বছরের ও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ ছেলে। এখনো ছেলেকে খুঁজে পেতে ছেলের ছবি হাতে নিয়ে চোখের জল ফেলে রাস্তায় রাস্তায় ছেলেকে খুঁজে বেরাচ্ছেন বাবা মা।

বছর কুড়ির সুজন রায় নিখোঁজ দুই বছর ধরে। নিখোঁজ যুবকের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার রসো খাওয়া গ্রামে। দুই বছর ধরে হন্যে হয়ে বিভিন্ন জায়গায় তন্ন তন্ন করে ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাবামা সহ পরিবারের লোকেরা। কোথায় রয়েছে তাদের একমাত্র ছেলে সেই শোকে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেখানেই খোঁজ পাচ্ছেন সেখানেই ছুটে চলছেন অসহায় বাবা মা। সেরকমই বুধবার সকালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ী এলাকাতে ছেলের ছবি হাতে নিয়ে ছেলের খোঁজে বেরিয়েছেন বাবা মা দুজনে। তারা জানায় কারো কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে তাদের ছেলে ফুলবাড়ীতে রয়েছে। সেজন্যই এদিন সকাল সকাল ফুলবাড়ী এলাকায় পৌঁছে ধন্যে হয়ে ফুলবাড়ীর বিভিন্ন এলাকা ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আজকের দিনটি

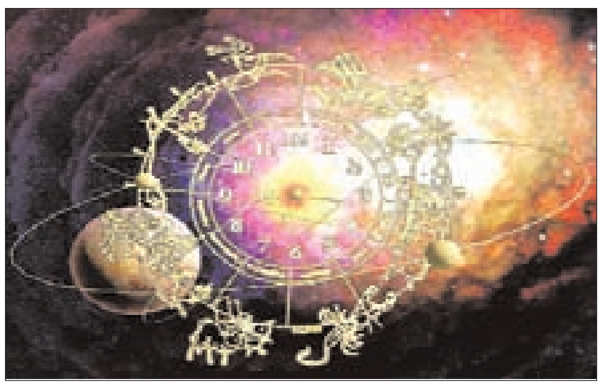

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

समापन समारोह

पहले दिन की झलकियां

झारखण्ड आदिवासी महोत्सव 2023

समृद्ध
आदिवासी जीवन दर्शन
की झलकियां

मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय **मुख्यमंत्री**, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि
समस्त माननीय **मंत्री**, झारखण्ड सरकार
तथा
माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण,
माननीय विधायकगण एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की
गरिमामयी उपस्थिति में

10 अगस्त 2023
समय: सायं 05:00 बजे से
बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान, रांची

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

ট্রাম্পের কথাবার্তা বিশ্বব্যাপী কর্তৃত্ববাদীদের উসকানি দিচ্ছে

আমেরিকার গণতন্ত্র দেশটির আইন ব্যবস্থার মতোই দৃঢ়। দুর্নীতি রোধ ও নির্বাহী ক্ষমতাকে জবাবদিহিমূলক রাখতে এই দেশের প্রতিষ্ঠাতারা বিচার বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। এ কারণেই গেল সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ স্পেশালএ বিশেষ কৌঁসুলি জ্যাক স্মিথের সমালোচনা করায় সেটি গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০২০ সালে ট্রাম্প নির্বাচনী ফল উল্টে দিয়ে গদিতে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেনএমন অভিযোগে জ্যাক স্মিথ ট্রাম্পের বিরুদ্ধে চারটি মামলা করার আগেই ট্রাম্প স্মিথের বিরুদ্ধে 'বিচারিক অসদাচরণের' অভিযোগ করেছেন। গত এপ্রিলে ম্যানহাটনের গ্র্যান্ড জুরি ব্যবসায়িক নথিতে ভুয়া তথ্য যুক্ত করার অভিযোগে ট্রাম্পকে ৩৪টি অপরাধমূলক অপরাধে অভিযুক্ত করেছিল। ওই সময়েও ঠিক একইভাবে ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। তিনি তখন বিচার বিভাগ ও এফবিআইয়ের জন্য তহবিল বরাদ্দ দেওয়া বাতিলের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ট্রাম্প তাঁর দীর্ঘদিনের নেতিবাচক প্রচার কৌশলের অংশ হিসেবে এই দুটি প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইনের শাসনকে খাটো করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একসময় যাঁরা ট্রাম্পের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁরাও আমাকে বলেছেন, এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও বিচার বিভাগকে অবজ্ঞা করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে। এমনকি যদি ট্রাম্প আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্তও হন, তারপরও ট্রাম্পের একনিষ্ঠ সমর্থকেরা মনে করতে থাকবেন, গোটা আইন ব্যবস্থা অন্যায়ভাবে শুধু ট্রাম্পকে রাজনৈতিকভাবে ঘায়েল করতে এই রায় দিয়েছেন। আদালত প্রথাগতভাবে আইনি নজির অনুসরণ করে থাকে। সাম্প্রতিক রায়গুলোতে রক্ষণশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারকেরা অতীতের রায়গুলোকে উল্টে দিয়েছেন যা নারীদের গর্ভপাতের অধিকার, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতিবাচক পদক্ষেপ, বন্দুকের বিধিনিষেধ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত আইনের গ্যারান্টি দিয়েছে। বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ও বিচারিক ক্ষেত্রের নাজুক সম্পর্ক এখন ভেঙে গেছে বা সেই সম্পর্ক চাপের মধ্যে রয়েছে। একটি স্তরে, ট্রাম্পের বিস্ফোরক মন্তব্যের প্রভাব নিয়ে মার্কিন আইনজ্ঞরা তাঁদের উদ্বেগ জানাচ্ছেন। অন্য স্তর থেকে দেখলে দেখা যাবে, ওয়াশিংটনে আমরা যেসব কাণ্ডকারখানা দেখছি, সেটা আসলে সারা বিশ্বে চলমান প্রবণতারই একটি অংশ। আমরা হাঙ্গেরি থেকে পাকিস্তানে দেখতে পাচ্ছি দিন দিন বিচারকদের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে এবং নির্বাহী বিভাগকে উত্তরোত্তর শক্তিধর করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি দেখাটা খুব কষ্টদায়ক। ১৯৮০ সাল থেকে আমি আদালতের সংবাদ সংগ্রহবিষয়ক সাংবাদিকতা করে আসছি। কয়েক দশক আগে আমার একজন সোর্স (যিনি ওয়াশিংটনের আইন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর একটিতে অতি উচ্চ বেতনে কাজ করতেন) আমাকে বলেছিলেন, জাতিসংঘকে সহায়তা করার জন্য তাঁকে চাকরি ছাড়তে হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, বৈশ্বিক স্বৈরতন্ত্র মাথাচাড়া দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি দেশের জন্য আমেরিকান স্টাইলের সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। আর এখন সেই আমেরিকার অনেক ভোটারই আমাদের দেশে গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে কি না, সে বিষয়ে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে বিচারকেরা গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছেন। গার্ডিয়ান পত্রিকার ভাষ্যমতে, হাঙ্গেরিতে ভিক্তর ওরবান বিচারিক 'চেকস অ্যান্ড ব্যালান্সেস' ধ্বংস করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইরানে ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর সরকারি সহিংস দমনপীড়নের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করায় ২০২২ সালে সরকার কমপক্ষে ৪৪ জন আইনজীবীকে গ্রেপ্তার করেছে। চীন ও ভারতের বিচারব্যবস্থাও প্রবলভাবে কোণঠাসা হচ্ছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক বন্ধু ইসরায়েলও স্বাধীন বিচারকদের ক্ষমতা ক্রমাগত ছেঁটে ফেলছে, যা দেশটিতে গণবিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

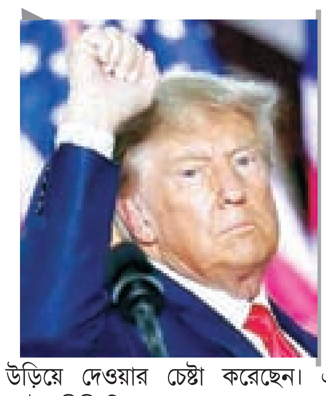

হরিয়ানার দাঙ্গায় অভিযুক্ত মনু মানেসার টিভিতে, কিন্তু পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না

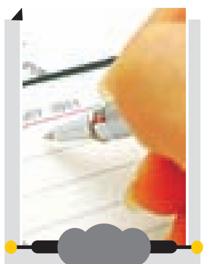

অভিজিৎ রায়
প্রাবন্ধিক

ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হরিয়ানায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ধর্মীয় সহিংসতার জন্যে মূলত ২৮বছর বয়সী এক তরুণকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। এই দাঙ্গার সময় রাজধানী দিল্লির সীমান্তবর্তী অভিজাত শহর গুরুগ্রামের (যা আগে গুরগাঁও নামে পরিচিত ছিল) কোনো কোনো এলাকা ছাড়াও আরো কয়েকটি জেলায় সংঘর্ষ এবং দোকানপাট ও গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। উত্তেজিত হিন্দু ও মুসলিম জনতার মধ্যে এই সংঘর্ষে কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়েছে যাদের মধ্যে একজন মুসলিম ধর্মীয় নেতাও রয়েছেন। এসময় পুলিশের বেশ কয়েকজন সদস্যসহ আরো বহু মানুষ আহত হয়।

পুলিশ বলছে, ৩১শে জুলাই সোমবার নূহ জেলায় হিন্দু জাতীয়তাবাদী দুটো গ্রুপ বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভিএইচপির ধর্মীয় শোভাযাত্রার ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপকে কেন্দ্র করে দুপুরের পর এই সহিংসতা শুরু হয়।

তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এই সংঘর্ষের জন্য মোহিত ইয়াদভ নামের এক তরুণের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে ধরা হয়। এই তরুণ ভারতে মনু মানেসার নামে সুপরিচিত।

নূহের বাসিন্দারা এবং কয়েকজন মুসলিম রাজনীতিবিদ বলছেন হিন্দু শোভাযাত্রার দু'দিন আগে মনু মানেসারের পোস্ট করা একটি ভিডিওর কারণে সেখানে উত্তেজনা তৈরি হয়।

এই ভিডিওটি ছাড়া না হলে নূহকে আগুনে পুড়তে হতো না, ওই এলাকার বহু মুসলিম বাসিন্দা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে একথা বলেছেন। মানেসারের পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে সোমবারের শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য তিনি হিন্দুদের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান জানাচ্ছেন।

আমিও সেখানে থাকবো, আমার সমর্থক ও টিমও সেখানে থাকবে, ভিডিওতে বলেন তিনি।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে মানেসারের পোস্ট করা ভিডিওটিকে নির্দোষই বলা চলে। তাহলে সাম্প্রদায়িক এই সহিংসতার জন্য তাকে কেন দায়ী করা হচ্ছে?

মনু মানেসার একজন ট্রাকবাসচালকের ছেলে। শ্রমিকদের কাছে তার মালিকানাধীন ছোট ছোট কিছু ঘর ভাড়া দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি প্রায়শই ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন।

এক দশক আগে তিনি উগ্র হিন্দুত্ববাদী গ্রুপ বজরং দলে যোগ দেন। এর পরে তিনি ধীরে ধীরে সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ে ওঠে আসেন। সোশাল মিডিয়ায় তার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা ছবিতে তাকে মেশিনগানসহ আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতেও দেখা যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহসহ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গেও তার কিছু সেলফি রয়েছে।

হরিয়ানা রাজ্য সরকারের গোরক্ষক টাস্ক ফোর্সের একজন সদস্য এবং নূহতে বজরং দলের গোরক্ষক ইউনিটের প্রধান এই মনু মানেসার। তিনি বলছেন, তার এই আহবানের উদ্দেশ্য হিন্দুত্ববাদ ও গরুকে রক্ষা করা হিন্দুদের কাছে গরু অত্যন্ত পবিত্র একটি প্রাণী হিসেবে বিবেচিত।

রাজস্থান ও হরিয়ানাসহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যে গরু জবাই করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গত কয়েক বছরে গরু পরিবহন করা অথবা হত্যার সন্দেহে বহু মুসলিমকে পিটিয়ে হত্যাও করা হয়েছে।

মনু মানেসার তার সমর্থকদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়। সোশাল মিডিয়াতে তার কিছু ফ্যান পেইজও আছে। তার ভক্তরা বলছেন যে মনু মানেসার ও তার টিমের তৎপরতার কারণে অর্ধশতাধিক গরুকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু নূহের মুসলিম বাসিন্দাদের কাছে মানেসার এবং তার অনুসারীরা হচ্ছে 'গোরক্ষক' যারা তথ্যপ্রমাণ ছাড়া মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য গরু পাচারের অভিযোগকে কূটচাল হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

মানেসার সব সময় দাবি করেন যে তিনি ও তার দল প্রশাসনের সঙ্গে মিলে আইনের আওতার মধ্যেই কাজ করেন।

গরু ও হিন্দুত্ববাদকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু আমরা সবসময় প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করি। যখনই আমরা গরু পাচারকারীদের ধরি, তাদেরকে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দেই, বলেন তিনি।

তবে তার এই দাবি নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে। কারণ গত কয়েক বছরে মানেসার নিজে এবং তার অনুসারীরা নিয়মিতভাবে অনেক ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেছেন যাতে কথিত গরু পাচারকারীদের হয়রানি করতে এবং যেসব ট্রাকে করে গোমাংস অথবা গরু পরিবহন করার অভিযোগ উঠছে, সেগুলোকে ধাওয়া করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিতে দেখা যাচ্ছে।

বেশি কিছু ছবিতে তাকে আহত মুসলিম ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়িয়ে পোজ দিতে দেখা যাচ্ছে। কারো মুখ রক্তাক্ত, কারো মুখ ফুলে গেছে। তিনি এমন ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে হিন্দু দেবতা রাম এবং 'গোমাতার' প্রশংসা করে মুসলিমদের স্লোগান দিতে বাধ্য করতে দেখা যাচ্ছে।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে জুনাইদ এবং নাসির নামের দুই মুসলিমকে খুনের জন্য মনু মানেসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে অপহরণ, হামলা ও হত্যার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেছেন।

প্রতিবেশী রাজ্য রাজস্থানের আদালতে পেশ করা দলিলপত্রে দেখা যায় বজরং দলের গোরক্ষক ইউনিট ওই দুই মুসলিমকে গরু বেচাকেনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে নূহ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি অপহরণ করে। তাদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানো হয় এবং একদিন পর হরিয়ানায় আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি গাড়িতে তাদের অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়।

এই হত্যাকাণ্ডের পর হরিয়ানা পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে মানেসার পলাতক রয়েছেন এবং তারা জানেন না তিনি কোথায় আছেন। সেসময় তাকে গ্রেফতার করার জন্য রাজস্থানের পুলিশ হরিয়ানায় গিয়েছিল। কিন্তু তারা জানায় যে তাকে সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কিন্তু সোশাল মিডিয়াতে মনু মানেসারের নতুন নতুন ভিডিও ছড়িয়ে পড়া অব্যাহত রয়েছে। এসব ভিডিও তার অ্যাকাউন্ট থেকে যেমন শেয়ার করা হচ্ছে, তেমনি ছড়িয়ে পড়ছে তার সমর্থক ও ভক্তদের কাছ থেকেও। সোমবারের সহিংসতার পর মানেসারকে বিভিন্ন ভারতীয় টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার দিতে দেখা গেছে। এসব সাক্ষাৎকারে তিনি সহিংসতার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভিএইচপি নেতাদের পরামর্শে তিনি সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। সহিংসতার জন্য তিনি স্থানীয় মুসলিম নেতাদের দায়ী করেছেন, এবং বলেছেন, হিন্দুরা তাদের ধর্ম অথবা গরুর ওপর কোনো ধরনের আক্রমণ সহ্য করবে না।

এসব সাক্ষাৎকারে তিনি খুনের অভিযোগ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার সুযোগকেও কাজে লাগিয়েছেন। সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন যে সময়ে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল সেসময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। মনু মানেসারের এসব সাক্ষাৎকারের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম যদি তাকে খুঁজে পায় এবং তার সঙ্গে কথা বলতে পারে তাহলে দুটি রাজ্যের পুলিশ তাকে পাচ্ছে না কেন?

এবিষয়ে বিবিসির পক্ষ থেকে রাজস্থান ও হরিয়ানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এখনও এসব প্রশ্নের কোনো জবাব দেয়নি।

তবে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে তাকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে চাপ অব্যাহত রাখলে মানেসার বুধবার রাতে একটি হিন্দি সংবাদ চ্যানেলকে বলেছেন তিনি যে এর সাথে জড়িত নন সেটা প্রমাণ করতে হরিয়ানা ও রাজস্থানের পুলিশের কাছে তিনি নিজেকে ১০১ তুলে ধরবেন।

বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী এমএল খাত্তার বলেছেন, তার রাজ্যে মানেসার ফেরারি আসামী নয়, এবং তাকে খুঁজে বের করার কাজে তার সরকার রাজস্থানের পুলিশকে সাহায্য করবে।

কিন্তু মি. খাত্তারের এই দাবির সঙ্গে মানেসারের কথার বৈপরীত্য রয়েছে। কারণ একটি সংবাদ চ্যানেলকে তিনি বলেছেন হরিয়ানার পুলিশের বিভিন্ন মামলায় তার নাম রয়েছে।

একটা ইঁদুর মারা গেলেও, আমাকে দায়ী করা হয়, বলেন তিনি।

পুলিশ বলছে, দাঙ্গা ও সহিংসতার বিভিন্ন ঘটনায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৬ই ফেব্রুয়ারির একটি ঘটনা যাতে চারজন আহত হয়েছে। সেসময় পুলিশের একজন কর্মকর্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছিলেন যে হত্যা প্রচেষ্টার মামলায় মনুও একজন অভিযুক্ত আসামী, কারণ তাকে একটি ভিডিওতে ঘটনাস্থলের পাশে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে।

অপরাধ বিভাগসহ পুলিশের বেশ কয়েকটি টিম তার অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন সেটা এখনও বের করা যায়নি, বলেন পুলিশের এক কর্মকর্তা।

সাময়িকী

আফ্রিকায় রুশপ্রেমের আড়ালে যা হচ্ছে

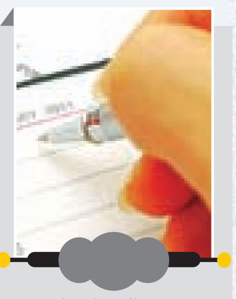

আলতাফ পারভেজ
কলামিস্ট

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর অনেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শঙ্কা করেছিলেন। ১৮ মাসেও সে রকম না হতে দেখে অনেকে বিস্মিতও। এ রকম সবার জন্য পশ্চিম আফ্রিকার সর্বশেষ ঘটনাবলি মনোযোগ দাবি করছে। প্রকাশ্য ও গোপনে ইউক্রেনে যাঁরা যুদ্ধরত, মোটামুটি সে রকম সব পক্ষ আফ্রিকায়ও বড় এক যুদ্ধের ছক সাজাচ্ছে এখন। একে ইউক্রেন বিবাদের আফ্রিকা সংস্করণ বলা হচ্ছে। যার আঁচ লাগছে পরোক্ষে বাংলাদেশের গায়েও। জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কর্মসূচি বড় আকারে গুটিয়ে ফেলতে হচ্ছে সেখান থেকে।

৫৪ দেশের বিশাল আফ্রিকায় যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়েছে মূলত পশ্চিমাংশে। সেদিকে আছে প্রায় ১৫-১৬টি দেশ। আরবিতে এই অঞ্চলকে 'সাহিল'ও বলা হয়। বিশ্বজুড়ে এ এলাকার পরিচিতি 'কু বেল্ট' বা সামরিক অভ্যুত্থান উপদ্রুত অঞ্চল হিসেবে। 'ক্যু' এখানকার 'ভাইরাল' আইটেম। সর্বশেষ যুদ্ধাবস্থা তৈরি হয়েছে এখানে নাইজার ও মালির সামরিক অভ্যুত্থানকে ঘিরে। নাইজার স্বাধীন হয় ১৯৬০ সালে। তারপর বহুবার অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়েছে এখানে। সফলভাবে হয়েছে পাঁচবার। সর্বশেষ ২৬ জুলাই এক অভ্যুত্থানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাজোমকে উৎখাত করেন তাঁর পাহারাদার বাহিনীর কর্মকর্তা আবদোরাহমানে চিয়ানি। পাশের দেশ মালি এই অভ্যুত্থানের সমর্থক। একই সময়ে স্বাধীন হয়েছিল এই দুই দেশ। অনেক বিষয়ে তাদের মিল। স্বাধীনতার পর গত প্রায় ছয় দশকে মালিতেও শান্তিতে ক্ষমতার বদল হয়েছে মাত্র একবার।

এসব পাল্টাপাল্টি অভ্যুত্থান এত দিন গতানুগতিক ঘটনা হিসেবে থাকলেও এবার সেটি থাকছে না। কারণ, এখনকার ক্যুতে পরোক্ষে যুক্ত হয়ে পড়েছে রাশিয়া। ক্ষমতা হারাচ্ছে ইউরোপআফ্রিকার স্থানীয় বন্ধুরা। আফ্রিকার পুরোনো প্রভু ফ্রান্সের জন্য এ অবস্থা সহনীয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রেরও সে রকম অনুভূতি। মালি ও নাইজারের রাশিয়ামুখী অভ্যুত্থান সামাল দিতে পাশের দেশ ফ্রান্সপন্থী নাইজেরিয়া বলছে, তারা ওদিকে সামরিক হস্তক্ষেপ চালাবে। সেনেগাল বলছে, তারাও নাইজেরিয়ার সঙ্গী হবে। পশ্চিমের সমর্থক আফ্রিকার শাসকেরা ইতিমধ্যে নাইজার ও মালির বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। নাইজেরিয়া থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় নাইজারের বহু এলাকা স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে। সামরিকঅর্থনৈতিক এই বিবাদে নাইজার ও মালির পাশে দাঁড়িয়েছে ক্যুবেল্টের তৃতীয় দেশ বুরকিনা ফাসো। সেখানেও সামরিক কর্তারাই ক্ষমতায় আছেন ২০২২ সাল থেকে। পশ্চিম আফ্রিকার চলতি অস্থিরতায় ইউক্রেনের ছায়া পড়েছে রাশিয়ার বেসরকারি 'ভাগনার বাহিনী'র উপস্থিতির কারণে। পুতিনের বন্ধু প্রিগোশিনের এই বাহিনী খোলামেলাভাবে নাইজার ও মালির অভ্যুত্থানের সমর্থক। মালিতে তাদের বড় আকারে উপস্থিতি আছে। ভাগনার বাহিনী যে রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি ও গোয়েন্দা কাঠামোর ব্যবহারিক এক হাতিয়ার, সেটি ইউক্রেন যুদ্ধে সবাই দেখছেন।

ইউক্রেন যুদ্ধের দ্বিতীয় সংস্করণ হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকায় খেলার ছকটি আপাতত যা দেখা যাচ্ছেএকদিকে নাইজেরিয়াসেনেগাল তাদের মদদ দিচ্ছে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে আছে নাইজারমালিবুরকিনা ফাসো। নাইজারকে ঘিরে ইতিমধ্যে 'নোফ্লাই জোন' হয়েছে। নাইজার ও মালির পাশে আছে রাশিয়ার ভাড়াটে যোদ্ধা দল। যাদের ওয়াশিংটন এ বছরের শুরুতে 'আন্তমহাদেশীয় অপরাধী চক্র' হিসেবে ডিক্রি জারি করেছিল।

নাইজারে ২০১২ থেকে সামরিক সহায়তার নামে ৫০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ামুখী নতুন অভ্যুত্থান থেকে বোঝা যাচ্ছে, তাদের করদাতাদের ওই অর্থ জলে গেছে। পশ্চিম আফ্রিকার এই নতুন চেহারাকে ইউরোপআমেরিকার ভাষ্যকারেরা নাম দিয়েছেন 'রুশোফিলিয়া' অর্থাৎ 'রুশপ্রেম।' আফ্রিকা বহুকাল ফ্রান্স, ব্রিটেন, পর্তুগাল প্রভৃতি শক্তির উপনিবেশ ছিল। এখন নতুন করে এদিকে আগ্রহী হয়েছে চীন, রাশিয়া, ভারত ও তুরস্ক। ইউক্রেন যুদ্ধের পরপর আফ্রিকার পুরোনো প্রভুরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পায়, তাদের এত দিনের 'কলোনিগুলো' কূটনৈতিক যুদ্ধে রাশিয়াকে সমর্থন দিচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবেও মহাদেশটির অনেকখানি তাদের বেহাত। পশ্চিম আফ্রিকাজুড়ে পুরোনো ঔপনিবেশিক প্রভুদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যাপক। নাইজারে এ রকম ক্ষোভের ওপর দাঁড়িয়ে গত বছর গড়ে উঠেছে উপনিবেশবিরোধী 'এম৬২' আন্দোলন। নাইজার স্বাধীন হওয়ার ঠিক ৬২ বছর পর এই আন্দোলনের জন্ম হওয়ায় ওই নাম নিয়েছে তারা। সর্বশেষ ক্যুর পর এই আন্দোলনের কর্মীরা ফ্রান্স দূতাবাসে হামলা চালায় এবং রাশিয়ার পতাকা নিয়ে আনন্দমিছিল করে। ওয়াশিংটন ও প্যারিসের জন্য এসব খবর হতবিহ্বলকর।আফ্রিকার সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ইতিমধ্যে ২৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এই মহাদেশের ব্যবসাবাণিজ্যে ভারতের হিস্যাও বাড়ছে। ২০০৮ থেকে ভারত আফ্রিকা নিয়ে তিনটি সম্মেলন করেছে। মহাদেশটি নিয়ে কাড়াকাড়িতে এরদোয়ানও বসে নেই।

জানা অজানা

এমন মা হয়নি, হবার নয়

সুনীল কুমার দে

সারদা মা বলতেন' ঃআমি মা, জগতের মা,সকলের মা। বলতেন,ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমি সকলের মা। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন সকলের মা।কারো চারিত্রিক অধঃপতন হলে তাকে লোকে অন্য চোখে দেখে।আপনজনেরাও তাকে এড়িয়ে চলে, সমাজের চোখে সে ঘৃণার পাত্র।এরকম ক্ষেত্রে মা বরাবরই থাকেন সেই অধঃপতিত বা অধঃপতিতার পক্ষে।

একটি মেয়ে বিপথগামী হয়েছে।সমাজের চোখে সে ঘৃণ্য,আত্মীয় স্বজনের কাছে সে উপেক্ষিত।একদিন মহাসঙ্কোচের সাথে সে মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।তাকে দেখে মায়ের সঙ্গিনী এবং সমবেত ভক্ত মহিলারাও বিরক্ত।সকলের চোখে ভ্রূকুটি।তাঁদের সেই ভ্রূকুটির একমাত্র অর্থ, এ কেন এখানে! কিন্তু মা তাকে দেখা মাত্রই পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন।বললেন ঃ ভয় কি মা,তুমিও যে আমার মেয়ে। মেয়েটির দুচোখে দরবিগলিত অশ্রু। এমন স্নেহ, এমন দরদ সে তো কোথাও পায়নি! মায়ের স্নেহ পেয়ে মেয়েটি প্রায়ই আসে মায়ের কাছে।মা পরম স্নেহে তাকে কাছে ডেকে নেন।ভালবাসায় তিনি ভরিয়ে দেন সব দুঃখ,সব শূন্যতা।কিন্তু মায়ের কাছে যেসব ভক্ত মেয়েরা আসেন বা থাকেন তাদের কারোরই পছন্দ নয় মেয়েটির মায়ের কাছে আসা।একদিন মায়ের সঙ্গিনী গোলাপমা মাকে সতর্ক করলেন,।বললেন ঃ মা তুমি মেয়েটিকে তোমার কাছে আসতে দিও না।তুমি নিজে ওকে বলতে না পার, আমি বলে দিচ্ছি। মা শান্তকন্ঠে বললেন ঃ সে কি করে হয়?ও আমার কাছে আসবে।ওও তো আমার মেয়ে। গোলাপমা বললেন ঃ বলরামবাবুর স্ত্রী বলেছেন ঃ ও যদি মায়ের কাছে যায় তাহলে আমরা কি করে মায়ের কাছে যাই? ও এলে আমাদের আর যাওয়া হবে না। বলরামবাবুর স্ত্রী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বহুমানিতা।রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁদের অবদানের শেষ নেই।কিন্তু গোলাপমার মুখে এই কথা শুনে মা খুব শান্ত ও দৃঢ়কন্ঠে বললেন ঃ সে যদি না আসতে চায় আসবে না। কেউ যদি না আসে না আসুক।কিন্তু ও আমার কাছে আসবে।সকলের সবাই আছে,ওর আমি ছাড়া জগতে আর কেউ নেই।ওকে নিয়েই আমি থাকব।যদি তাতে কেউই না আসে তাহলেও ওকে আমি বারন করতে পারব না। মায়ের এই উত্তরে গোলাপ মা স্তম্ভিত।এরকম অপর একটি ক্ষেত্রে মা বলেছিলেন ঃ ভাঙতে পারে সব্বাই, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে কজন? দূর্বলতা তো মানুষের আছেই।

এই হচ্ছে আমাদের সারদা মা।এমন মা হয়নি, হবার নয়।

নারী ফুটবলারদের উপর হামলা কেন?

জাফর হোসেন জাকির

মাঠের খেলোয়াড় হোক কিংবা ঘরের গৃহিণী হোক, স্কুলকলেজবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হোক কিংবা শিক্ষক হোক দেশের কোন জায়গায় নারী নিরাপদ বোধ করে? সম্প্রতি খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নের তেঁতুলতলা গ্রামে বিভাগীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জন করা চার নারী ফুটবলারকে মারধর করা হয়েছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরাখবর থেকে জানা যায়, স্থানীয় ফুটবল একাডেমি মাঠে অনুশীলনের সময় ফুটবলারের ইউনিফর্ম পরা ছবি তুলে ও পরে তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে নূপুর খাতুন নামের আরেক তরুণী। চার ফুটবলার নূপুরের বাড়িতে গিয়ে এ বিষয়ে জানতে চাইলে অতর্কিতে রড ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে কয়েকজন নারী ও পুরুষ। ভুক্তভোগী সাদিয়া ভাষ্য, 'বাড়িতে গিয়ে আমি মাবাবা, কোচ ও অন্য খেলোয়াড়দের ঘটনাটি জানাই। তারা আমাকে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে নূপুর খাতুনের বাড়িতে যায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নূপুর, তার বাবা নূর আলম খাঁ, ভাই সালাউদ্দিন ও নূপুরের মা রঞ্জি বেগম আমাদের ওপর হামলা করে। এতে মঙ্গলী বাগচী, হাজেরা খাতুন ও জুঁই মণ্ডল আহত হয়। তারা লোহার রড দিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়, চায়নিজ কুড়াল নিয়ে এসে হত্যার হুমকি দেয়।' কয়েক বছর আগে হাফপ্যান্ট পরে ফুটবল খেলার কারণে জাতীয় দলের এক নারী ফুটবলারকে বাসে হেনস্তা হতে হয়েছিল। একই কারণে একজন নারী ফুটবলারের বাবাকে নিজের এলাকায় মারধর করা হয়। কুড়িগ্রামে পোশাক বিরোধিতার মুখে পড়ে বন্ধ করে দিতে হয় নারীদের একটি ফুটবল টুর্নামেন্ট। নারী খেলোয়াড়দের ওপর হামলা ও খেলার মাঠ থেকে টেনে নিয়ে এসে ঘরে বন্দী করে রাখতে চায় একটি গোষ্ঠী। বটিয়াঘাটায় চিকিৎসা নিয়ে নারী ফুটবলাররা বাড়ি ফিরলেও নিরাপদের স্বস্তি ফিরে পায়নি। তাঁদের ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতি হঠাৎ করে বা একদিনে তৈরি হয়েছে? তৈরি হয়েছে দীর্ঘদিন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিচারহীনতার সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে। অ্যাসিড সহিংসতা আগের মতো না হলেও, সমাজে এ অপরাধ এখনো থেকে গেছে। যার কারণে নারী ফুটবলারকে এমন হুমকি দেওয়া হয়। সম্প্রতি এ ধরনের অপরাধ আবারও সংবাদমাধ্যমের খবর হচ্ছে। ফলে এমন হুমকিকে কোনোভাবেই অবহেলা করার সুযোগ নেই। দেশে ছেলে ক্রিকেটারের তুলনায় মেয়ে ক্রিকেটারও কম নয়। বরং ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা ক্রিকেটে বেশি সাফল্য অর্জন করছে, দেশকে বহির্বিশ্বের সাথে পরিচিতি করাচ্ছে। নারী ফুটবলাররা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে গোটা দেশকে গর্বিত করেছে। বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষ উভয়কে গাড়ির দুটি চাকার সাথে তুলনা করেছেন। গাড়ির একটি চাকা না থাকলে কিংবা অকেজো হলে ওই গাড়িকে নিয়ে যেমন বেশি দূর এগোনো যায় না, ঠিক তেমনি নারীপুরুষ সমান্তরালভাবে প্রগতির পথে না হাঁটলে সমাজের পরিবর্তন হয় না, সমাজ সামনের দিকে অগ্রসর হয় না। পুরুষের সাথে সমভাবে সমানতালে নারীদের হাঁটার পথে তৈরি হওয়া বাঁধা সরাতে হবে রাষ্ট্রকেই। কিন্তু রাষ্ট্র দীর্ঘদিন বিচারহীনতার সংস্কৃতি চর্চা করার কারণে এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। ফলে ব্যক্তি পর্যায় থেকে ঘরেবাইরে সর্বত্র নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ গড়তে হবে। প্রয়োজনে রাষ্ট্রকে সংস্কার করতে হবে।

পাঠকের চিঠি

কৃষকরা যেন জালিয়াতির শিকার না হন

বর্তমানে কেন্দ্র সরকারের কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC চলছে । কিন্তু এ বিষয়েও সকল কৃষক কে সতর্ক থাকতে হবে । আপনাদের একটা আঙ্গুলের ছাপ বা মোবাইল OTP দ্বারা চলে যেতে পারে ব্যাঙ্কে জমানো টাকা । সুতরাং অজানা অচেনা কোনো ব্যক্তির কাছে e KYC করবেন না । আপনার নিকটবর্তী পরিচিত কোনো CSC সেন্টার বা তথ্যমিত্র কেন্দ্রে গিয়ে e KYC করুন এবং সাথে সাথে রসিদ নেবেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা অনেক ব্যক্তি বা ছেলেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কাজ করছে , এদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে কৃষকদের, e KYC নামে উঠিয়ে নিতে পারে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমানো টাকা । দরকার হলে এলাকার শিক্ষিত কোনো মানুষের কাছে গিয়ে সেই এলাকায় কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিস সেন্টার সঞ্চালক কে আছেন সেটাও যাচাই করে নিতে হবে । কারণ কেন্দ্র সরকারের এই e KYC করার একমাত্র লক্ষ্য হল জালিয়াতের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানো ও সঠিক কৃষককে তার সঠিক প্রাপ্য পৌঁছে দেওয়া । সুতরাং সকল কৃষকদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেখানে সেখানে প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার e KYC করে নিজেকে পিপদে ফেলবেননা। শুধুমাত্র কেন্দ্র সরকার অনুমোদিত কমন সার্ভিসেস সেন্টারে গিয়েই e KYC করান ও নিজেকে জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচান ।

মহম্মদ ওয়াশিম, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com **www.rashtriyakhabar.com**

দুই মেদিনীপুরে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন

সন্ন্যাসী কাউরী

খড়গপুর ঃ নাচে গানে, ধামসা মাদলের তালে তালে সারা বিশ্বের সাথে দুই মেদনীপুর জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। বুধবার দুই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষ ও বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে দিনটিকে পালন করা হয়। সিধু কানু বিরসা মুন্ডা রঘুনাথ সিং সহ অন্যান্য বীর যোদ্ধা ও মনীষীদের প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষজন। এদিন মেদিনীপুর শহর , খড়গপুর, ডেবরা , ঘাটাল, ক্ষীরপাই, দাসপুর, গোলগ্রাম, শালবনী, গড়বেতা, চন্দ্রকোনা, কেশপুর, কেশিয়াড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষজন আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কে কেন্দ্র করে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ভারত জাগাত মাঝি পরগনা মহল, ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজ, ভারতীয় মুন্ডা সমাজ সহ বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন ও ক্লাবের উদ্যোগে দিনটিকে পালন করা হয়। এদিন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের উদ্যোগে মেদিনীপুর, বালিচক, গোলগ্রামে শোভাযাত্রা করেন । সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, বীর শহীদদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে নানান অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে ভারতীয় আদিবাসী ভূমিজ সমাজ, ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল , ভারতীয় মুন্ডা সমাজ যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ভাবে খড়গপুর ট্রাফিক ফুটবল ময়দানে দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এদিনের দুই জেলার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা জমায়েত করেন। ধামসা মাদলের তালে আদিবাসী

সমাজের লোকাচার মেনে শুরু হয় অনুষ্ঠান। পরে সভায় বক্তব্য রাখেন ভারতীয় আদিবাসী সমাজের পক্ষে তপন সিং সর্দার, অনিল সিং, কালিপদ সিং, ভাগবত সিং, লক্ষীকান্ত বাস্কে, ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের পক্ষে শ্যাম হেমরম, সলিল মান্ডি, সাঁওতাল আর্টিস্ট এ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি বাদল সরেন, ভারতীয় মুন্ডা সমাজের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সিং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদের নেতৃত্বরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের জল জমি জঙ্গলের অধিকার, অ আদিবাসী মানুষদের তপশিলি উপজাতির শংসাপত্র প্রদান এবং এই কাজে জড়িত একশ্রেণীর আমলাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হন নেতৃত্বরা।আদিবাসী মানুষদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, জনজাতির মানুষদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ মানোন্নয়নে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহনের দাবি তোলা হয়। আদিবাসী মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান নেতৃত্বরা।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্ব হেমন্ত সিং, গোপাল সিং, জয়দেব সিং, পরান সিং, বিক্রম সিং সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, রাতুলিয়া মাইশোরা, সহ বিভিন্ন এলাকায় আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস কেন্দ্র করে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেন আদিবাসী সমাজের মানুষ।

আলফা নেতার পরেশ বড়ুয়াকে সাত দিন কিংবা দশ দিন অসমে থেকে যাওয়ার ফের আমন্ত্রণ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

পরেশ বড়ুয়া নিরাপদে ফিরে যেতে পারবেন বলে অভয় বাণী মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়াকে ফের আমন্ত্রণ। অসমে ৭ দিন কিংবা দশ দিন থেকে যাওয়ার জন্য আলফার সেনাধ্যক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমের পরিস্থিতি বর্তমান পরিবর্তন হয়েছে। সেটা অসমে থেকে অনুধাবন করার জন্য পরেশ বড়ুয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আলফা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যবহারিক অসুবিধা রয়েছে। এর জন্য এখনও আলোচনা সম্ভব হয়নি। তবে সেটা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানালেন তিনি। উল্লেখ্য এর আগেও চারদিন এসে অসমে কাটিয়ে যাওয়ার জন্য আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পতঞ্জলির উদ্যোগে অসমে তৈল খেজুরের চাষের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা স্বার্থে মঙ্গলবার তিনসুকিয়া জেলার চৈখোয়াঘাটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে আলফা সমস্যার ক্ষেত্রে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পরেশ বড়ুয়া নিজে জানা বোঝা একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি আহ্বান জানালে যে পরেশ বড়ুয়া চলে আসবেন সেটা কোনো কথা নয়। তার নিজস্ব জ্ঞান বিবেক রয়েছে। কিন্তু তিনি যদি সাত দিন কিংবা দশ দিন অসমে এসে বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানে এসে কাটিয়ে যান তাহলে তিনি স্বয়ং বুঝতে পারবেন যে আগের অসম এবং বর্তমানের অসমের মধ্যে বহু তফাৎ রয়েছে। বহু পরিবর্তন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সেই সময় পরেশ বড়ুয়ার মনে একটা ভাব ছিল যে বাইরের থেকে লোক এসে অসম দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কর্ণাটক অন্ধ্রপ্রদেশে অধিকাংশ অসমের যুবকযুবতীরা রয়েছেন। ১৯৮২, ৮৩ সালের তুলনায় বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন আলোচনার বিষয় নেই, তিনি পুনরায় ফিরেও যেতে পারবেন, শুধুমাত্র ৭ দিন কিংবা দশ দিন সরকারের অতিথি হয়ে পরেশ বড়ুয়া যদি অসমে এসে থেকে যান তাহলে এরপর পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি যদি নিমন্ত্রণ করেছেন তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে করছেন। ফলে পরেশ বড়ুয়ার অসমে কোন ধরনের সমস্যা হবে না। তিনি নিরাপদে ফিরে যেতে পারবেন। ফলে শুধুমাত্র সাত দিন কিংবা দশ দিন থেকে গেলে অসমের পরিবেশ তিনি স্বয়ং বুঝতে পারবেন, তাকে পৃথকভাবে বোঝাতে হবে না। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আলফাতে যোগদান করে যে যুবক যুবতীরা অসম ত্যাগ করেছেন তার অধিকাংশ ফিরে এসেছেন। তাছাড়া বহু যুবকযুবতী ফিরে আসার জন্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। বিশেষ করে মায়ানমারে বর্তমান দুটি নাগা বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে অসম থেকে সেখানে যাওয়া যুবকযুবতীরা ব্যাপক দুঃখ কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। ফলে আলফাতে যাওয়া তো অনেক দূরের কথা সেখানে থাকা যুবক

যুবতীরাও রাজ্যে ফিরে আসবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ১৫ আগস্ট এর আগে বা পরে বলে নয় আলোচনায় মিলিত হওয়ার জন্য আলফার প্রতি তিনি সর্বদাই আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। কিছু ব্যবহারিক অসুবিধা না থাকলে এতদিনে হয়তো আলোচনা শুরু হয়েই যেত। কিন্তু ব্যবহারিক অসুবিধা কিছু রয়েছে সেটা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মনিপুর সহ সারা উত্তরপূর্বের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ, অশান্তির জন্য একমাত্র কংগ্রেসের ভুল পরিকল্পনা নীতি দায়ী বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

রক্তাক্ত হাত নিয়ে কংগ্রেস গত ৭৫ বছর ধরে উত্তরপূর্বে 'ওয়ার জোন' সৃষ্টি করে রেখেছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত প্রায় তিন মাস যাবত মণিপুরে অব্যাহত থাকা মৈতেয়ী কুকি সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের বিষয়টি নিয়ে লোকসভায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশন এনেছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। বিরোধী পক্ষের হয়ে সাংসদ গৌরব গগৈ এই প্রস্তাব লোকসভায় তুলে ধরে মনিপুর সংক্রান্তে নানা তথ্য প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে উত্তরপূর্বে কংগ্রেসের অবদান সম্পর্কেও নানা তথ্য বর্ণনা করেছেন তিনি। তবে সাংসদ গৌরব গগৈর নানা বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন একমাত্র তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ভুল পরিকল্পনা নীতির জন্য বর্তমান মনিপুর সহ সারা উত্তরপূর্বে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র কংগ্রেসের জন্য উত্তর পূর্বে নানা সংঘর্ষ সৃষ্টি হচ্ছে। রক্তাক্ত হাত নিয়ে কংগ্রেস গত ৭৫ বছর ধরে উত্তরপূর্বে 'ওয়ার জোন' সৃষ্টি করে রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি।

কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে নো কনফিডেন্স মোশনের প্রস্তাব উত্থাপন করে লোকসভায় নিজের বক্তৃতার মাধ্যমে মঙ্গলবার আলোচনা শুরু করেছেন অসমের সাংসদ গৌরব গগৈ। উল্লেখ্য আগামী ১০ আগস্ট এই প্রস্তাবের সরকারের তরফের জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে নিজের বক্তব্য প্রকাশ করার সময় মনিপুরের পরিস্থিতি সংক্রান্তে এবং অতীতে উত্তর পূর্বে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন সাংসদ গৌরব গগৈ। এবার এর পাল্টা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন মহানগরের দিশপুর স্থিত জনতা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজন করে তিনি বলেন লোকসভায় কংগ্রেস সাংসদ নো কনফিডেন্স মোশন বিতর্কে মনিপুরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করার পাশাপাশি অসম চুক্তি, মিজো চুক্তি ছাড়াও তাদের সরকারের সফলতার গাথা তুলে ধরেছেন। কিন্তু মনিপুরে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের ইতিহাস নতুন নয়। কয়েক দশক থেকে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন মণিপুরে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের ফলে সাধারণ নিরীহ জনতা, পুলিশ তথা সেনা প্রাণ হারিয়েছেন। ১৯৯০ সালে মণিপুরের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের ফলে ৩০০ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন। এরপর ১৯৯৩ সালে এই ধরনের সংঘর্ষের ফলে ১১০০ জন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। একইভাবে ১৯৯৭ সালে ৪০০ জন ব্যক্তি, ২০০১ সালে ৯৫ জন ব্যক্তি, ২০০৩ সালে ১৪০ জন ব্যক্তি, ২০০৬ সালে ১০৫ জন ব্যক্তি, ২০০৮ সালে ২০০ জন ব্যক্তি, ২০১০ সালে ২২০ জন ব্যক্তি এবং ২০১২ সালে ১৬৫ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। তবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাই যে এই সম্পূর্ণ সময়ে কংগ্রেসের সরকার ছিল। একমাত্র কংগ্রেসের ভুল নীতি পরিকল্পনার জন্য শুধুমাত্র মনিপুর নয় বরং বর্তমান সারা উত্তর পূর্বে বিভিন্ন ধরনের সংঘাত, অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর পূর্বের কোনো জাতিকে সাংবিধানিক ভাবে সুবিধা দেওয়া হয়েছে আবার কাউকে বঞ্চিত করা হয়েছে এই ভাবেই এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কংগ্রেস ছাড়া সমগ্র অঞ্চল জুড়ে চিরদিনের জন্য সংঘাত এবং অশান্তির সৃষ্টি করে রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে উত্তর পূর্বে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ফলে কংগ্রেসের এক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করে নিজের ভুল উপলব্ধ করে আত্ম সমালোচনা করা উচিত।

তিনি বলেন ১৯৯০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত মনিপুরে বিভিন্ন গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের ফলে বহু ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু কংগ্রেসের কোনো প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রী মনিপুর সফর করেনি। অথচ এবারের সংঘর্ষের পর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিন রাত্র মনিপুর কাটিয়ে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাংসদ গৌরভ গগৈ এদিন লোকসভায় কোকরাঝাড় সংঘর্ষের সময় তৎকালীন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহের সফরে কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ কোকরাঝাড়ে ২০০৮ এবং ২০১২ সালে দুইবার গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ হয়েছিল। ২০০৮ সালে গোষ্ঠগত সংঘর্ষে ৬৪ জন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছিলেন তিন হাজারের অধিক ব্যক্তি গৃহহারা হয়ে পড়েন। ১১৫ জন ব্যক্তি জখম হওয়ার পাশাপাশি দরং এবং ওদালগুড়িতে সংগঠিত সেই গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে মোট ১১ হাজার ৬৯০ জন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ২০০৮ সালের সেই গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোকরাঝাড় সফরে আসেননি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ড০ মনমোহন সিংহ। তিনি ২০১২ সালের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোকরাঝাড় সফরে এসে মাত্র এক ঘন্টা সময় সেখানে ছিলেন। সেখানে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ থামানোর ক্ষেত্রে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কোনো ভূমিকা ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি স্বয়ং মুসলমান এবং বড়ো নেতাদের দিল্লি নিয়ে গিয়ে আলোচনা করিয়ে এই সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব সর্বদাই অসম তথা উত্তরপূর্বকে অবজ্ঞা করেছে। ১৯৬২ সালে চীন অসমে আক্রমণ করার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অসম সফরে আসার সব সাহস দেখাতে পারেননি। এমনকি ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ ভোর বেলায় চীন আক্রমণ করবে এই আশঙ্কা করে তেজপুরে রাত না কাটিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেছিলেন। অথচ সেই ফখরুদ্দিন আলী আহমেদকে কংগ্রেস দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার জন্য নমিনেশন দিয়েছিল। ১৯৮৩ সালে অসমের নেলিতে শুধুমাত্র ৫ মিনিটের সফরে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। পাঁচ মিনিটের জন্য এসে নেলির ঘটনার জন্য আন্দোলনকারীদের দোষারোপ করেছিলেন তিনি। এই বিষয়টি ১৯৮৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব গোষ্ঠীগত সংঘর্ষে কোনদিনও উত্তরপূর্ব সফর করেনি। অথচ যখনই সফরে এসেছে কংগ্রেস এর জন্য উত্তরপূর্ববাসী এবং অসমীয়দের দোষারোপ করে গেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেস অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্য সৃষ্টি করেছে কিন্তু সীমানা নির্ধারণ করেনি। দুটি রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ না হওয়ার ফলে বর্তমান উত্তরপূর্বের প্রতিটি রাজ্য এর ফলে ভুক্তভোগী হয়েছে। রাজ্যগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। একমাত্র সীমানা বিবাদের জন্য এক জাতি অপর জাতির সঙ্গে, এক রাজ্য অপর রাজ্যের সঙ্গে এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সঙ্গে সংঘাতে জড়িত হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্য সৃষ্টি করার পরেও সীমানা নির্ধারণ করেনি বলে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের অপ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে গেছে। এমনকি কংগ্রেস উত্তরপূর্বে এমন বহু ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে গেছে যেটার কোনদিনও কোনো সমাধান হবে না। ভোটের স্বার্থে কংগ্রেস অসমে বাংলাদেশী মুসলমানদের অভাব বিচরণের সুযোগ দিয়েছে। এরপর ১৯৭১ সালের ভিত্তি বর্ষ করে সেই অবৈধ প্রবজনকারী বাংলাদেশি মুসলমানদের অসমে থাকার স্থায়ী সুযোগ দিয়েছে কংগ্রেস। এর জন্য বর্তমান অসমের বারোটি জেলা অসমীয়ারা সংখ্যালঘুতে প্রণীত হয়েছে। এই অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের বর্তমান অসম থেকে বিতরণ করা প্রায় অসম্ভব বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কংগ্রেসের ৬০-৬৫ বছরের শাসনকালে অসম সহ সারা উত্তর পূর্বে এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বলেন মনিপুরের সংঘাত এবং উত্তরপূর্বে কংগ্রেসের অবদান সম্পর্কে লোকসভায় যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সবই গুজব। ভুল তথ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এবং সারা বিশ্ববাসীকে বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে কংগ্রেস। ২০১৪ সালের আগের মণিপুরের গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ এবং এর ফলে মৃত্যু হওয়া ব্যক্তিদের সম্পর্কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে নীরব রয়েছে দলটি। ১৯৬২ সালে চীন যখন অসমে আক্রমণ করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু নিজের কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে অসম সফরে আসতে বারণ করেছিলেন। তাছাড়া উত্তরপূর্বের জন্য একজন ইউরোপিয়ান ব্যক্তিকে এডভাইজার কিংবা পরামর্শদাতা হিসেবে নিযোগে করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। এই বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন নাগাল্যান্ড, মনিপুর কিংবা অসম আংেদালনের সময় কংগ্রেসের তৎকালীন কোনো প্রধানমন্ত্রী উত্তরপূর্ব সফরে আসেননি। তিনি বলেন সাংসদ গৌরব গগৈ লোকসভায় ১৯৮৫ সালে কংগ্রেস নিজের সরকার স্বয়ং আত্ম ত্যাগ করেছিল বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ ১৯৮৩ সালে এক দুটি থেকে অধিকতর পাঁচশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করা বিধায়কদের মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছিল। রাজ্যের অসমীয়ারা সেই সময় ভোটাধিকার প্রযোগে করেননি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী অসম আন্দোলনের জেরে এবং প্রায় ৯০০ ব্যক্তি শহীদ হওয়ার পর বাধ্য হয়ে সেই তথাকথিত সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সাংসদ গৌরব গগৈ লোকসভায় বলেছেন বর্তমান দুটি মনিপুর সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু গৌরব গগৈ বয়সে বাচ্চা তিনি ইতিহাস জানেন না। বহুদিন পূর্বে কংগ্রেস তিনটি মনিপুর সৃষ্টি করে রেখেছিল। গৌরব গগৈ যদি বলেছেন দুটি মনিপুর তাহলে তিনি ভুল বলেছেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন তিনটি মণিপুর রয়েছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বর্তমান একটি মনিপুর সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মণিপুরে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষের প্রতি যদি লক্ষ্য রাখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে তিনটি জাতি জড়িত। বর্তমান নাগা সম্প্রদায় মনিপুর থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। অন্যথায় মণিপুরে মৈতেয়ী, কুকি এবং নাগা এই তিনটি জাতি সংঘর্ষে জড়িত ছিল। স্বাধীনতার পর থেকেই এই তিনটি জনগোষ্ঠী মণিপুরে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। নতুন করে কিছু সৃষ্টি হয়নি। একমাত্র কংগ্রেসের ভুল নীতি এবং পরিকল্পনার জন্য এই সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন স্যাটেলাইট ছবিগুলো দেখার পর এটা জানা গেছে যে ৬০ বছর ধরে মনিপুরে বন ধ্বংসলীলা অব্যাহত রয়েছে। সংসদ গৌরব গগৈ ১৯৭৭ এর পরের তথ্য জানিয়েছেন। কেন তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ফরেস্ট সার্ভে তথ্য দিচ্ছেন না বলে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন কংগ্রেস একমাত্র রাজনীতি করা স্বার্থে লোকসভায় মনিপুর বিষয়টি উত্থাপন করেছে। যদি তারা উত্তর পূর্বে নানা সমস্যা সৃষ্টি করার নিজেদের দোষ মেনে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এই নো কনফিডেন্স মোশন প্রস্তাব লোকসভায় উত্থাপন করত তাহলে সেটা পৃথক বিষয় ছিল। কিন্তু মনিপুরের বর্তমানের পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকে দোষারোপ করার স্বার্থে কংগ্রেস শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। মনিপুরের বর্তমানে পরিস্থিতির সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগসূত্র নেই। উল্টো বিজেপি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে দিনরাত প্রচেষ্টা করে চলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গত এক সপ্তাহ আগেই ভোর তিনটে পর্যন্ত না ঘুমিয়ে কয়েকশো টেলিফোন করে মনিপুরের এক সংঘর্ষে ঠেকানোর ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছেন। সেই ভয়ঙ্কর রাতে কেউ ঘুমাতে পারেননি বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন তাছাড়াও প্রতিদিন মণিপুরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক, টেলিফোনে বার্তালাপ অব্যাহত রেখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অথচ কংগ্রেস শুধুমাত্র এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক সুবিধা নিতে ব্যস্ত। ড০ ভূপেন হাজরিকাকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতরত্ন দেওয়ার সময় বর্তমান কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে বলেছিলেন 'গানে ওয়ালে লোগোকো কিউ ভারতরত্ন দে না চাইয়ে'। এটাই কংগ্রেসের চরিত্র বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ইউনাইটেড ট্রাইবাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের চান্ডিল মহকুমা কর্তৃক বিশ্ব আদিবাসী দিবসে একটি সেমিনারের আয়োজন

জামশেদপুর (সুধীর গোরাই) ঃ ইউনাইটেড ট্রাইবাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের ব্যানারে বিশ্ব আদিবাসী দিবসে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় নিমডিহ ব্লকের রঘুনাথপুর ফুটবল গ্রাউন্ডে। এর আগে বীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সিদ্ধু, কানহু, চাঁদ, ভৈরব, বাবা তিলকা মাঝি, শহীদ গঙ্গা নারায়ণ সিং, রঘুনাথ সিং, তেলগানা খড়িয়া, ফুলো, ঝানো প্রমুখের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রঘুনাথপুরে আয়োজিত সেমিনারে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ, হো, বিরহর, খড়িয়া, লোহরা, মাহলি প্রভৃতি বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে পৌঁছেছিল। অন্যদিকে, গোরডিহ পঞ্চায়েত থেকে ঐতিহ্যবাহী গ্রামসভার আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে বাইক র‍্যালির আকারে রঘুনাথপুর ফুটবল মাঠে আয়োজিত বিশ্ব আদিবাসী দিবসে পৌঁছেছে। যেখানে উপজাতীয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী স্বশাসন ব্যবস্থা, পঞ্চম তফসিল, বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপজাতীয় সংগঠন এবং জনগণের সামাজিক উন্নতির বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করা হয়। সেমিনারে ইউসিসি আইন, মনিপুরের ঘটনা ও বন অধিকার আইনের তীব্র বিরোধিতা করা হয়। বক্তারা বিপর্যয়কর সংশোধনী আইনের ওপর বক্তব্য রাখেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা মণিপুরের ঘটনা এবং মধ্যপ্রদেশের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। বক্তারা বলেন, দেশে আদিবাসীদের জন্য সংবিধানে অনেক অধিকার ও আইন করা হয়েছে। আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী স্বশাসন ব্যবস্থা, সিএনটি আইন, এসপিটি আইন, ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা দেশে অভিন্ন নাগরিকত্ব কোড আইন প্রযোগের মাধ্যমে শেষ হবে। বক্তারা বলেন, সারাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী আজও পিছিয়ে আছে। পৃথিবীর আদিবাসীরা এক। আদিবাসী সমাজ থেকে নিরক্ষরতা, কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে। তবেই আদিবাসী সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে। আদিবাসীদের তাদের প্রথা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা রক্ষা করতে হবে। এ উপলক্ষে ইউনাইটেড ট্রাইবাল সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের মুখপাত্র মানিক সিং সর্দার, সুধীর কিস্কু, কাপুর বাগি, মাঝি বাবা জ্যোতিলাল মাঝি, হরেকৃষ্ণ সিং সর্দার, চারু চাঁদ কিস্কু, গুরুচরণ কিস্কু, সুখরাম হেমব্রম, বুদ্ধেশ্বর মার্ডি, জয়রাম সিং সর্দার, অমর ওরাও, ডোমেন প্রমুখ। বাস্কে, হাড়িরাম সোরেন, কুসুম কমল সিং, অরুণ সিং সরদার প্রমুখ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন।

অবসরের খবর উড়িয়ে দিলেন ফাওয়াদ

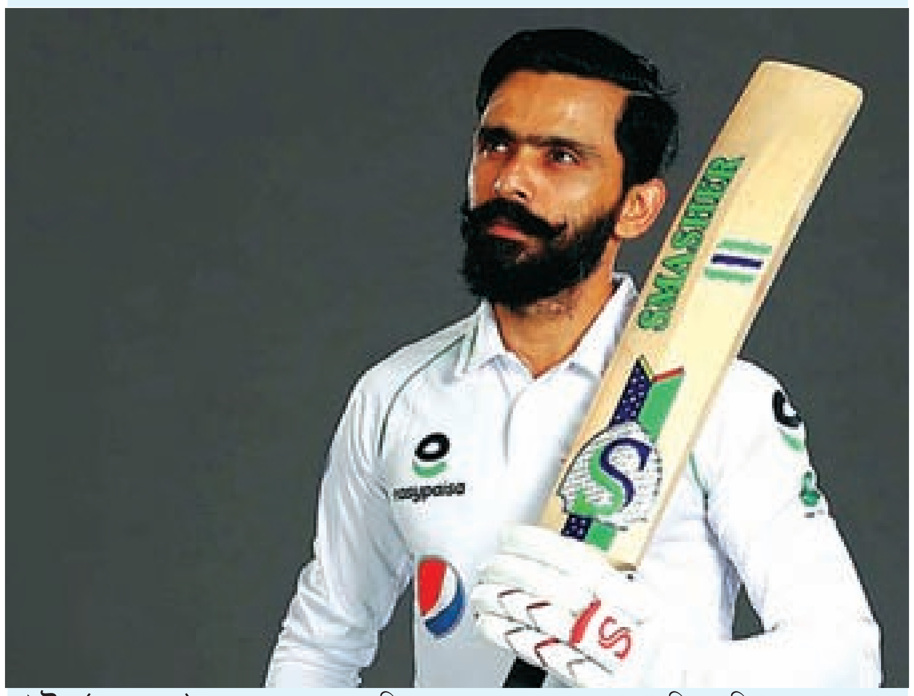

লাহৌর (ওয়েবডেস্ক) ঃ এক বছরের বেশি সময় ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ডাক পাচ্ছেন না, বয়সও ৩৮ পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি। 'ফাওয়াদ আলম অবসর নিয়েছেন' খবরটা তাই সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলেন অনেকে। তবে পাকিস্তানের এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান জানালেন, এমন কোনো সিদ্ধান্ত তিনি নেননি। অনেক দিন ধরে জাতীয় দলের ভাবনায় না থাকলেও ফাওয়াদ এখনো পাকিস্তানের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। চান আরও দুই-তিন বছর নিজের চেষ্টা চালিয়ে যেতে। গতকাল মঙ্গলবার ফাওয়াদের অবসরের খবরটি দিয়েছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ক্রিকবাজ। প্রতিষ্ঠানটির যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেটবিষয়ক প্রতিবেদকের খবরে বলা হয়, পাকিস্তানের হয়ে খেলা ছেড়ে দিয়েছেন ফাওয়াদ। ৩৭ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটে ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু করবেন। এরই মধ্যে মাইনর লিগ ক্রিকেটের দল চিকাগো কিংসমেনে স্থানীয় খেলোয়াড় হিসেবে যোগও দিয়েছেন।

২০০৭ সালে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখা ফাওয়াদ পাকিস্তানের হয়ে শেষ খেলেছেন ২০২২ সালের জুলাইয়ে, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গল টেস্টে। ব্যাট হাতে ছন্দে না থাকায় এরপর পাকিস্তানের টেস্ট দলে আর ডাক পাননি। ২০১০ সালের পর টি-টোয়েন্টি আর ২০১৫ সালের পর ওয়ানডেতে সুযোগ পাননি। ক্যারিয়ারের শেষবেলায় টেস্ট থেকেও বাদ পড়ার পর ফাওয়াদের পাকিস্তানের ক্রিকেট অঙ্গন থেকে সরে যাওয়ার খবর খুব অস্বাভাবিকও নয়। বিশেষ করে সামি আসলাম, হাম্মাদ আজম, মোহাম্মদ আজমের মতো বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি এখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেটে থিতু হয়েছেন। তবে আজ বুধবার জিও নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তান ক্রিকেট ছেড়ে দেওয়ার খবর অস্বীকার করেছেন ফাওয়াদ, 'এ (অবসর) বিষয়ে আমি চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। আমি পাকিস্তানের ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিনি, অবসরের সিদ্ধান্তও নিইনি। আমি এখনো ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামনের এক-দুই বছরও খেলা চালিয়ে যাওয়া লক্ষ্য আমার, আমি চাই পেশাদার ক্যারিয়ারকে দীর্ঘায়িত করতে।'

গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেলেছিলেন ফাওয়াদ, ৪ ইনিংসে তুলতে পারেন মাত্র ৩৩ রান। এরপর শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে একটিই ম্যাচ খেলেন।

সব মিলিয়ে ১৫ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ১৯ টেস্ট খেলে ৩৮.৮৮ গড়ে ১০১১ রান তুলেছেন ফাওয়াদ। যার মধ্যে ৫টি সেঞ্চুরি ও ২টি ফিফটি আছে। ২৪ টি-টোয়েন্টির ছোট্ট ক্যারিয়ারে জিতেছেন ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপের টিকিট ছাড়ার দিন জানাল আইসিসি

লন্ডন ঃ বিশ্বকাপের সূচিতে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন এনেছে আইসিসি। এ পরিবর্তনের পর টিকিট ছাড়ার দিনও ঘোষণা করা হয়েছে। আইসিসি জানিয়েছে, ২৫ আগস্ট থেকে পাওয়া যাবে ভারতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের টিকিট। এই লিংকে গিয়ে ১৫ আগস্ট থেকে আগ্রহী ব্যক্তিরা নিবন্ধন করতে পারবেন। আগে থেকে নিবন্ধন করা থাকলে টিকিটসংক্রান্ত খবরও মিলবে আগেভাগেই। পরিবর্তিত সূচির পর টিকিট ছাড়ার দিনগুলো এমন

২৫ আগস্ট ভারত ছাড়া বাকি দলগুলোর প্রস্তুতি ও মূল পর্বের ম্যাচ

৩০ আগস্ট গুয়াহাটি ও ত্রিবান্দ্রামের ভারতের ম্যাচ

৩১ আগস্ট চেন্নাই, দিল্লি ও পুনের ভারতের ম্যাচ

১ সেপ্টেম্বর ধর্মশালা, লক্ষ্ণৌ ও মুম্বাইয়ে ভারতের ম্যাচ

২ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরু ও কলকাতার ম্যাচ

৩ সেপ্টেম্বর আহমেদাবাদে ভারতের ম্যাচ

১৫ সেপ্টেম্বর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল

মানে ২৫ আগস্ট থেকে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের ম্যাচের টিকিটও। পরিবর্তিত সূচিতে বাংলাদেশের তিনটি ম্যাচ আছে। আগামী ৭ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিপক্ষে ধর্মশালায় ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ। ১০ অক্টোবর একই ভেন্যুতে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলবে তারা। চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি এখন হবে ১৩ অক্টোবর। ১৯ অক্টোবর ভারত (পুনে), ২৪ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকা (মুম্বাই), ২৮ অক্টোবর শ্রীলঙ্কা (কলকাতা), ৩১ অক্টোবর পাকিস্তান (কলকাতা), ৬ নভেম্বর নেদারল্যান্ডস (দিল্লি) ও ১১ নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার (পুনে) বিপক্ষে ম্যাচ বাংলাদেশের।

টিকিট ছাড়ার ঘোষণায় বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হেমাং আমিন বলেছেন, '২০২৩ সালের আইসিসি পুরুষ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল টিকিটের তথ্য ও আপডেটের জন্য সমর্থকেরা নিবন্ধন করতে পারবেন-এ ঘোষণা দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। পরিবর্তনের পর সূচি চূড়ান্ত হয়েছে, এখন সমর্থকেরা টিকিট কেনার অপেক্ষায় থাকতে পারবেন উচ্চমানের ক্রিকেট দেখতে। সব ভেন্যুতে যাতে আপনাদের আনন্দময় অভিজ্ঞতা হয়, সেটি নিশ্চিত করতে সব পদক্ষেপই নেবে বিসিসিআই।'

আইসিসির ইভেন্টসের প্রধান ক্রিস টেটলি বলেন, 'এ মাস থেকেই বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি শুরু হবে। ক্রিকেটের কোটি কোটি সমর্থককে আমরা পরের সপ্তাহ থেকেই নিবন্ধন করতে অনুরোধ করব সবচেয়ে বড় ক্রিকেট বিশ্বকাপের অংশ হতে। সূচিতে পরিবর্তনের পর খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা যাতে সেরা অভিজ্ঞতাটা পান, সেটি নিশ্চিত হবে।'

গত মাসে বলিউড তারকা শাহরুখ খানের মাধ্যমে 'ইট টেকস ওয়ান ডে' নামের প্রচারণা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করে আইসিসি। এখন বিশ্বকাপের ট্রফি ট্যুর চলছে, যেটি এ মুহূর্তে বাংলাদেশে আছে।

উসাইন বোল্টের কিংবদন্তি হওয়ার দিন

উৎপল শুভ্র

লন্ডন ঃ কিংবদন্তি হওয়ার কি নির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ থাকে? এটা আবার কেমন প্রশ্ন! সারা জীবনের অর্জন মিলিয়েই না কেউ কিংবদন্তি হয়ে যান। উসাইন বোল্ট সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম। সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টার-এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। কিংবদন্তি, এটাও তো সংশয়াতীত। তারপরও কেন বলা, ২০১২ সালের ৯ আগস্ট অর্থাৎ ১১ বছর আগে এই দিনেই জ্যামাইকান স্প্রিন্টার কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছিলেন!

কারণ উসাইন বোল্ট নিজেই। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে ১০০ মিটার জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে এসে বোল্টই তাঁর কিংবদন্তি হওয়ার দিনক্ষণ জানিয়ে দিয়েছিলেন। চার দিন পরের ২০০ মিটার স্প্রিন্টের কথা তুলে নিজেই বলেছিলেন, 'ওটা জিতলেই আমি কিংবদন্তি হয়ে যাব।'

চার বছর আগে বেইজিংয়ে সগৌরব আবির্ভাব ঘটেছে তাঁর। ১৯৮৪ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে কার্ল লুইসের পর প্রথম স্প্রিন্টার হিসেবে 'স্প্রিন্ট ডাবল' জিতেছেন। পরে জিতেছেন ৪ গুণিতক ১০০ মিটার রিলেও। তিনটিই বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। এতেও আসলে বোল্ট-মহিমার পুরোটা বোঝানো যায় না।

১০০ মিটার জয়ের আগেই উদ্‌যাপন শুরু করে দিয়েছিলেন। বাকিরা যে তখন অনেক পেছনে। বুক চাপড়ে আগেই উদযাপন শুরু করে না দিলে টাইমিং ৯.৬৯ সেকেন্ডের চেয়ে আরও কম হতো। কমে কত হতে পারত? সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়েছিল পরের বছরই, যখন বার্লিনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিজের বিশ্ব রেকর্ডকে ৯.৫৮ সেকেন্ডে নামিয়ে আনেন বোল্ট। ১৪ বছর হতে চলল, সেই রেকর্ড এখনো ভাঙতে পারেনি কেউ।

বোল্টকে নিয়ে এভাবে লিখতে গেলে তা আর শেষ হবে না। অলিম্পিকে তাঁর সব কীর্তিরই প্রত্যক্ষদর্শী। প্রত্যক্ষদর্শী মানে সাংবাদিক হিসেবে প্রেসবক্স থেকে তা দেখেছি। দৌড়ের পর মিক্সড জোনে কথা বলেছি, পরে সংবাদ সম্মেলনেও। বলার চেয়ে অবশ্য শুনেছিই বেশি। বোল্টকে নিয়ে এত স্মৃতি যে, একটা এসে আরেকটাকে ছাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। আমরা বরং ১৩ বছর আগে লন্ডন অলিম্পিকের ওই দিনটিতেই থাকি। সেই দিনে, যেদিন উসাইন বোল্ট তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তা করার আনন্দে যা করেছিলেন, লিখতে লিখতে সেই ছবিটা ভেসে উঠছে চোখে। সেটিও বেইজিংয়ে ১০০ মিটারের সেই উদ্‌যাপনের মতোই স্মরণীয়। সেই উদ্‌যাপনও জয়ের পর নয়, সমাপ্তিরেখাটাই তো পেরোলেন ঠোঁটে আঙুল রেখে।

জ্যামাইকান ট্রায়ালে ১০০ ও ২০০ মিটার দুটিতেই পরাজয় আর চোট-টোট মিলিয়ে যাঁরা উসাইন বোল্টের শেষ দেখে ফেলেছিলেন, আবারও 'স্প্রিঃট ডাবল' জিতে ইতিহাস গড়াই তাঁদের জন্য যথেষ্ট জবাব ছিল। সেটিতেই সন্তুষ্ট থাকলে তিনি আর বোল্ট কেন!

ঠোঁটে আঙুল দিয়ে কী বুঝিয়েছেন, সংবাদ সম্মেলনে এসে সেটিও বলেছিলেন তীব্র শ্লেষের সঙ্গে, 'অনেক আজেবাজে কথা হয়েছে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের বললাম, স্টপ টকিং। আমি এখন জীবিত কিংবদন্তি।'

বিশ্ব রেকর্ড ১৯.১৯ সেকেন্ড। আর এদিন বোল্টের টাইমিং ১৯.৩২ সেকেন্ড। চাইলে হয়তো রেকর্ডটা ভেঙেও ফেলতে পারতেন। ১৫ মিটার বাকি থাকতেই তো পাশে তাকাতে শুরু করলেন। শেষ পদক্ষেপটা যত বেশি সম্ভব লম্বা করতে স্প্রিন্টাররা সামনে ঝুঁকে শেষ করেন, আর বোল্ট ঠোঁটে আঙুল রেখে টানটান বুকে সোজা মাথায় পেরোলেন সমাপ্তিরেখা। কেন, রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করলেন না কেন? কারণ ছিল। 'বাঁকটাতে খুব দ্রুত দৌড়াতে চেয়েছিলাম। তা করতে গিয়ে পাশে একটু টানমতো লেগেছিল। এরপর শুধু ব্লেকের দিকে চোখ রেখেছি, ও যেন সামনে চলে না যায়।'

বোল্টকে নিয়ে সংশয়ের বীজটা বুনে দিয়েছিলেন এই ইয়োহান ব্লেকই, জ্যামাইকান ট্রায়ালে বোল্টকে দুবার হারিয়ে। শুনে অবাক হবেন, এ জন্য ব্লেকের কাছে বোল্টের কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। ১০০ মিটার জয়ের পর যা বলেছিলেন, এদিন আবার বললেন তা, 'ও আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। এটাই ছিল টার্নিং পয়েন্ট।'

জেতার পর বোল্ট কী কী করলেন, তা নিয়েই মজার একটা টিভি অনুষ্ঠান হতে পারে। সংশয়বাদীদের মুখ বন্ধ করে রাখার বার্তাটা যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে মনে হওয়ার পর ট্র্যাকে কয়েকবার বুকডন দিয়ে নিলেন। ল্যাপ অব অনার দিতে দিতে এক আলোকচিত্রীর কাছ থেকে ক্যামেরা নিয়ে উল্টো আলোকচিত্রীদেরই ছবি তুলতে শুরু করলেন। ছবি তুললেন ইয়োহান ব্লেকেরও। হঠাৎ ছুটে গিয়ে উবু হয়ে চুমু খেলেন সমাপ্তিরেখায়। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই ট্রেডমার্ক উদ্‌যাপন-কাল্পনিক ধনুকে কাল্পনিক তির ছোড়া।

বেইজিং থেকেই এটি করে আসছেন। তবে এদিন মনে হলো, এই তিরটাও বুঝি সমালোচকদের বুকেই বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টার হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। ক্রীড়া ইতিহাসে বোল্টের স্থান নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গেছে তখন। বোল্ট কি এখন মোহাম্মদ আলী-পেলে-মাইকেল জর্ডানদের মতো নির্দিষ্ট কোনো খেলার সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া সর্বজনীন ক্রীড়া কিংবদন্তি?

মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেটি কি কখনো কখনো ঔদ্ধত্য মনে হওয়া প্রবল আত্মবিশ্বাসে! আলী একবার অবলীলায় বলেছিলেন, 'আমার মতো গ্রেট হলে বিনয়ী হওয়া কঠিন।' সেদিনের সংবাদ সম্মেলনে বোল্ট নিজেকে এতবার 'সেরা' আর 'কিংবদন্তি' বললেন যে মোহাম্মদ আলীকে বারবারই মনে পড়ল।

তবে বোল্টও বিনয়ী হতে জানেন! আলী-জর্ডান-পেলের সঙ্গে তুলনার প্রসঙ্গটাতেই যেটির পরিচয় পাওয়া গেল। এ নিয়ে কিছু বললেনই না। বিচারের ভার ছেড়ে দিলেন সাংবাদিকদের ওপর।

আলী-জর্ডান-পেলের সঙ্গে তুলনায় কোথায় থাকবেন, তা নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকতেই পারে। তবে এঁরা সবাই যে কিংবদন্তি, এ নিয়ে তো আর কোনো সংশয় নেই। একটা ক্ষেত্রে অবশ্য উসাইন বোল্ট এক এবং অনন্য। কিংবদন্তিতে পরিণত হওয়ার সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ আর কেউ বলে দিয়েছিলেন নাকি!

মিয়ানমারে ‘গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ’ বেড়েছে ঃজাতিসংঘ

জেনেভা (ওয়েবডেস্ক)ঃ জাতিসংঘের তদন্তকারীরা বলছেন, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী আরও ঘন ঘন এবং আরও নির্লজ্জভাবে সে দেশে যুদ্ধাপরাধ ঘটাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে গণহত্যা এবং বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ। এক বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ তদন্তকারীরা মিয়ানমারের সামরিক জান্তার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে তারা শুধুমাত্র সশস্ত্র বিরোধী দলগুলিকে লক্ষ্য করে অভিযান চালাচ্ছে।

মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বিচারে ব্যবহারের জন্য যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল ২০১৮ সালে আইআইএমএম নামের ঐ স্বাধীন তদন্ত কমিটি তৈরি করেছিল।
তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুরো গ্রাম পুড়িয়ে ফেলা, বেসামরিক বাড়িঘরের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে বোমা হামলা এবং বেসামরিক ও আটক যোদ্ধাদের গণহত্যা চালানো হচ্ছে।
জেনেভা থেকে ইমোজেন ফুকস জানাচ্ছেন, দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করতে সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ করছে যে মিয়ানমারের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যেতে যায় বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পটভূমিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ চলছে এবং আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ও আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মামলার জন্য ফাইল তৈরি হচ্ছে বলেও তদন্তকারীরা জানিয়েছেন।
দু'হাজার একুশ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক সেনা অভ্যুত্থানে অং সান সুচির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটি মারাত্মক সহিংসতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।
ভিন্নমত দমনের লক্ষ্যে মিয়ানমারের সেনা সরকার এমন সব রক্তাক্ত অভিযান চালিয়েছে যার জেরে দেশের বিভিন্ন অংশে সেনা শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়েছে।
আইআইএমএম-এর প্রধান তদন্তকারী নিকোলাস কোমিয়ানকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি জানাচ্ছে, মিয়ানমারে প্রতিটি প্রাণহানির ঘটনাই দুখঃজনক, কিন্তু বিমান হামলা এবং গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে পুরো সমাজকে ধ্বংস করার ঘটনা বিশেষভাবে মর্মান্তিক।
জাতিসংঘের দ্বারা ২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও আইআইএমএম-এর তদন্তকারীরা কখনই মিয়ানমার সফরের জন্য সে দেশের সরকারের অনুমতি পাননি।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এরপরও তারা ৭০০টি সূত্রের বক্তব্য জোগাড় করেছেন এবং সাক্ষীর বিবৃতি, নথি, ছবি, ভিডিও, ফরেনসিক প্রমাণ এবং স্যাটেলাইট ছবি ইত্যাদি মিলিয়ে দুই কোটি ৩০ লাখেরও বেশি তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।
তারা বিশেষভাবে উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের দায়দায়িত্ব প্রমাণ করে এমন সব সংযোগ খুঁজছেন।
আইআইএমএম-এর প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় যুদ্ধাপরাধ ঠেকানো এবং তাদের কমান্ডের অধীন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে সামরিক কমান্ডারদের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে।
কিন্তু বারবার এধরনের অপরাধ উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মিয়ানমারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এসব অপরাধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক, প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর হাতে শিশু সৈন্যদের ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে এবং অনেক কারাগারে বন্দী নির্যাতন, যৌন সহিংসতা এবং অন্যান্য ধরণের গুরুতর দুর্ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
আইআইএমএম বলছে, মিয়ানমারের মুসলিম রোহিঙ্গা সংখ্যালঘুদের ওপর রক্তক্ষয়ী দমন-পীড়নের সময় ঘটা ব্যাপক যৌন সহিংসতার ব্যাপারেও তদন্ত চরছে।
দু'হাজার সতের সালে ঐ ঘটনায় প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হন। যৌন এবং লিঙ্গভিত্তিক অপরাধের মতো জঘন্য সব অপরাধের ঘটনা নিয়ে আমরা এখন তদন্ত করছি, - বলছেন মি. কোমিয়ান, রোহিঙ্গা নিধন অভিযানের সময় এসব ঘটনা ব্যাপক হারে ঘটেছিল।

চট্টগ্রাম ও বান্দরবানে লাখো মানুষ জল বন্দী, কয়েক জনের মৃত্যু, ব্যাহত সড়ক যোগাযোগ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও বান্দরবান জেলায় অতিভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জল বন্দী হয়ে পড়েছে কয়েক লাখ মানুষ। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বলছে যে, সবচেয়ে বেশি বন্যাক্রান্ত হয়েছে বান্দরবান জেলা। এরপর রয়েছে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলা। এছাড়া ফেনী জেলার কিছু এলাকা বন্যাক্রান্ত হয়েছে।
চট্টগ্রাম জেলার কমপক্ষে ১৫টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। জল বন্দী অবস্থায় রয়েছে লাখ লাখ মানুষ। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিপাত ও বন্যায় জেলাটিতে এ পর্যন্ত দুই জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। বান্দরবান জেলার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানিয়েছে যে, গত তিন দিনে জেলাটিতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে প্রায় শতাধিক পাহাড় ধস হয়েছে। এতে কমপক্ষে দুই জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে সংস্থাটি। আর এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
পাহাড় ধসে বেশ কয়েক জন আহত হলেও তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানানো হয়।
কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান ফজলুল করিম সাঈদি বলেন, শুধু তার উপজেলাতেই এক লাখেরও বেশি মানুষ জল বন্দী অবস্থায় রয়েছে। কমপক্ষে ১০টি ইউনিয়ন বন্যাক্রান্ত হয়েছে।
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কিছু অংশ জলেতে তলিয়ে যাওয়ার কারণে বান্দরবান জেলা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বান্দরবানের জেলা প্রশাসন থেকে জানা গেছে, গত তিন দিন ধরে এই জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। একই সাথে বন্ধ রয়েছে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কও।
রাঙ্গামাটি জেলায় গত দুই দিনে প্রায় ১০-১২টি জায়গায় পাহাড় ধস হয়েছে। এতে কয়েকটি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এগুলোর কোনটিই বড় ধরনের ধস ছিল না।
গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিপাতের কারণে চট্টগ্রামের অনেক এলাকা জলের নিচে তলিয়ে গেছে। জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান বলেন, ১৫টি উপজেলার সবকটিই কম-বেশি প্লাবিত হয়েছে।
শুধু সন্দ্বীপ ও ফটিকছড়ি উপজেলা ছাড়া বাকি ১৩টি উপজেলাই খুব বেশি প্লাবিত হয়েছে। সাতকানিয়া উপজেলার ১৭টি ইউনিয়ন পুরোপুরি

জলের নিচে তলিয়ে গেছে।
মি. ফখরুজ্জামান বলেন, লোহাগড়া উপজেলার নয়টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে, চন্দনাইশের ছয়টি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে এবং প্রচুর মানুষ জল বন্দী অবস্থায় আছে। এই ইউনিয়নগুলোতে প্রচুর মানুষ। সাতকানিয়া এবং লোহাগড়া উপজেলায় বন্যাক্রান্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং এরইমধ্যে তারা কাজ শুরু করেছে।
পর্যাপ্ত পরিমাণে নৌকা না থাকার কারণে উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে বলেও জানানে হয়।
রাউজান ও লোহাগড়ায় পানিতে ডুবে এক জন করে মারা গেছে বলে জানান জেলা প্রশাসক।
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং চট্টগ্রাম-বান্দরবান মহাসড়কের সাতকানিয়া অংশের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার মতো মহাসড়কে পানি উঠেছে। দুই ফুট থেকে শুরু করে এই মহাসড়কের কোথাও কোথাও সাত ফুটের মতো পানি আছে।
ট্রাক চলাচল কিছু কিছু এলাকায় চালু থাকলেও অন্যান্য যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
কক্সবাজার ও বান্দরবানের সাথে শুধু সাতকানিয়া অংশ বাদ দিলে আমাদের বাকি অংশে যোগাযোগ কোন সমস্যা নেই। সেগুলো যান চলছে।
সাতকানিয়া ও লোহাগড়া এলাকার কিছু কিছু জায়গায় গত দুই দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। পাওয়া যাচ্ছে না মোবাইল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবাও।
বান্দরবান জেলার ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক পূর্ণ চন্দ্র মুৎসুদ্দী বলেন, অতিভারী বৃষ্টিপাতের কারণে জেলার সদর উপজেলা সবচেয়ে বেশি বন্যাক্রান্ত হয়েছে।
এই জেলায় মোট ১৯১টি আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে বন্যাক্রান্তদের সহায়তার জন্য। উদ্ধার কাজ ও ত্রাণ তৎপরতায় সহায়তার জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলেও জানানো হয়।
তিনি বলেন, লামা, রোয়াংছড়ি, আলীকদম উপজেলায় পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে। রাস্তার উপর থেকে মাটি ও গাছপালা সরিয়ে নেয়ার কাজ চলছে। মি. মুৎসুদ্দী বলেন, মঙ্গলবার সকাল থেকে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে যাওয়ার কারণে বন্যার পানিও কমতে শুরু করেছে।
গতকাল যে উচ্চতা ছিল ওখান থেকে প্রায় ২০ ফিট জল কমে গেছে, বলেন তিনি।
তবে জেলার নিম্নাঞ্চলগুলো এখনো জলের নিচে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সড়কগুলোর বেশিরভাগ বিশেষ করে কালভার্ট এলাকা তলিয়ে যাওয়ার কারণে জেলার অভ্যন্তরীণ যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। অন্যান্য জেলার সাথে বান্দরবানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগের তার ডুবে যাওয়ার কারণে এবং কিছু কিছু এলাকায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় গত তিন দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে এই জেলাটি। এছাড়া বেশিরভাগ এলাকায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সংযোগও বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সদর উপজেলার ১০ শতাংশ জলের নিচে রয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। জলের নিচে তলিয়ে রয়েছে প্রায় তিন হাজার বাড়িঘর।
কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার চেয়ারম্যান ফজলুল করিম সাঈদি বলেন, তার উপজেলার বেশিরভাগ এলাকা জলের নিচে। এখনো প্রায় এক লাখ মানুষ জল বন্দী অবস্থায় রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
তার উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে বেশিরভাগই বন্যাক্রান্ত। এর মধ্যে ১০টি ইউনিয়নের অবস্থা বেশ খারাপ বলে জানান তিনি। তবে মঙ্গলবার জলের উচ্চতা না বাড়লে সেটি স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে।
মি. করিম বলেন, উপজেলার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে বন্যার ত্রাণ তারা জল বন্দী মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। উপজেলা থেকে আমরা ২০ টন চাল দিসি সেইগুলাই চেয়ারম্যানরা বিতরণ করতে পারে নাই, বলেন তিনি।
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কিছু কিছু এলাকায় পানি উঠে গেছে। দোহাজারী, লোহাগড়া, আমিরাবাদ এলাকায় মহাসড়কে জল উঠে গেছে। ফলে যানবাহন চলাচলও বন্ধ রয়েছে।
গতকাল যেসব গাড়ি ঢাকা থেকে গেছে যেগুলি সেগুলো কক্সবাজার পৌঁছায় নাই। কক্সবাজারের গুলি ঢাকায় পৌঁছায়ছে মাত্র(সন্ধ্যা নাগাদ), চলাচল করতে দুই দিন লেগে যাচ্ছে। কয়েকটা গাড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে আরকি।
চকোরিয়া উপজেলাতেও গত দুই দিন ধরে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে বলে জানান তিনি।
পল্লী বিদ্যুৎ একেবারেই নাই। পিডিবি একটু আসছিলো, আবার গেছে গা।
পেকুয়া উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম বলেন, তার উপজেলার অনেক এলাকা এবং ইউনিয়ন পানির নিচে তলিয়ে গেছে। শুধু পেকুয়া সদর ইউনিয়নেই প্রায় ১০-১৫ হাজার মানুষ জল বন্দী অবস্থায় রয়েছে। সেখানে জল এখনো বাড়ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সোমবার সকাল থেকে গ্রামগুলোতে জল উঠতে থাকে বলে জানিয়েছেন তিনি। মি. আলম বলেন, আমার উপজেলায় সব ইউনিয়নই আক্রান্ত। সাতটা ইউনিয়ন আছে, সব কয়টা আক্রান্ত। দুই একটা ইউনিয়ন যাও ছিল আজ পাহাড়ের জল আসার কারণে সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার পরে সবগুলো আক্রান্ত হয়ে গেছে।
সবগুলো ইউনিয়ন মিলে প্রায় ৫০-৬০ হাজার মানুষ জল বন্দী অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন পেকুয়া উপজেলা চেয়ারম্যান।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে সব ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিয়েছে বন্যাক্রান্ত মানুষ।
উপজেলায় সোমবার কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকলেও মঙ্গলবার সকাল থেকে সারা দিন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।
উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম জানান, এই উপজেলায় পানি বাড়তে থাকার কারণে রাস্তাঘাট তলিয়ে যাচ্ছে। ফলে যান চলাচল বেশিরভাগ রাস্তায় বন্ধ হয়ে গেছে। মহাসড়কের চন্দনাইশ, পটিয়া এলাকা পানির নিচে থাকায় তা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মোহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক বলেন, অগাস্ট মাসে এ ধরণের অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে অতীতে এই সময়ে এর চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের রেকর্ড রয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উপর দিয়ে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার কারণে খুলনা-বরিশাল-চট্টগ্রাম-সিলেট বেল্টে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাত হয়। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে সেটি উপকূল অতিক্রম করার সময় বৃষ্টিপাত হয়। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিপাত মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার কারণে হচ্ছে। আগামী দুই দিনে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে যাবে। তবে আগামী ১১-১৩ই অগাস্ট আবারো হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত হবে।

টুকরো খবর

বিএনপির কর্মসূচিতে ‘সমন্বয়হীনতা’ নিয়ে তারেক রহমানের অসন্তোষ?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ‘সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে’ আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী শুক্রবার ঢাকায় দুটি গণমিছিলের কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে এবং এ ঘোষণা অনুযায়ী বিএনপির সাথে আন্দোলনে থাকা জোট ও দলগুলোও একই কর্মসূচি পালন করবে।
দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এমন সময় নতুন এই কর্মসূচি ঘোষণা করলেন যখন গত ২৯শে জুলাই ঢাকার প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচি পালন নিয়ে সমন্বয়হীনতার অভিযোগে রীতিমত দলীয় হাইকমান্ডের ‘তোপের মুখে আছেন’ একদল নেতা। এর জের ধরে এর মধ্যেই একটি সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ পদ হারিয়েছেন একজন নেতা। এছাড়া আরও কয়েকজনকে মৌখিকভাবে ‘তিরস্কার’ করা হয়েছে দলীয় হাইকমান্ডের দিক থেকে। ফলে আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে এমন আলোচনা জোরেশোরেই চলছে দলের মধ্যে।
বিএনপির বেশ কয়েকজন নেতা বলেছেন, ওই কর্মসূচির পর সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে কর্মসূচি সফল করার জন্য ‘দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের অনুপস্থিতি ও সমন্বয়হীনতার’ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজেই। ২৮ শে জুলাই নয়াপল্টনে জনসভায় হাজার হাজার নেতাকর্মী যোগ দিলেও ঠিক এর পরদিন ঢাকার প্রবেশমুখে অবস্থান কর্মসূচিতে সেটি দেখা যায়নি। এজন্য বিএনপির নেতারা প্রশ্ন তুলছেন - কেন কর্মসূচি সফল করা যায়নি?
দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় মনে করেন, দলের নেতাদের কারও ‘সদিচ্ছার অভাব ছিলো না, কিন্তু সমন্বয়হীনতার’ বিষয় ছিলো। অনেকে হয়তো নানা বাস্তব কারণেই যথাসময়ে নির্ধারিত স্পটে আসতে পারেনি। কিন্তু একটি ঘটনার পর অন্য কেউ হাল ধরে বাকীদের সাথে সমন্বয় করতে পারেনি। গাবতলীর

ঘটনাই দেখুন। আমান সাহেব আটক হওয়ার পর আর কেউ দায়িত্ব নিয়ে অন্যদের সাথে কমিউনিকেট করেনি, বলেন মি. রায়।
মি. রায় ২৯শে জুলাইয়ের কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে প্রথমে পুলিশের হামলায় আহত এবং পরে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজন করে ব্যাপকভাবে আলোচনায় এসেছিলেন।
ওই দিন মি. রায় ছাড়া সিনিয়র নেতাদের মধ্যে আমান উল্লাহ আমানকে সক্রিয় দেখা গেছে। তিনিও অসুস্থ হয়ে পরে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তার খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর একটি প্রতিনিধি দল। এর বাইরে দলের ওইদিনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের অনেককেই ‘যেখানে থাকার কথা সেখানে দেখা যায়নি’ বলে বলছেন দলের নেতারাই। বিএনপি একাধিক নেতার সাথে আলাপ করে জানা গেছে এবার ২৮শে জুলাইয়ের জনসভার ঠিক পরদিন ২৯শে জুলাই ঢাকার প্রবেশমুখে অবস্থানের কর্মসূচি দেয়ার মূল উদ্দেশ্যই ছিলো যাতে করে ‘বিপুল সংখ্যক কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে আরেকটি বড় ধরণের শো-ডাউন’ দেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। পরে ৩১শে জুলাই ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আমান উল্লাহ আমান তার ভাষণে দলের স্থায়ী কমিটির সব সদস্যদের প্রতিও দলীয় কর্মসূচির সময়ে রাজপথে নেমে আসার আহবান জানান।
দলের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক থেকে পুরো কর্মসূচি সমন্বয়ের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভারতের শিলং এ থাকা স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার প্রবেশমুখগুলোর কে কোথায় অবস্থান করবেন এবং প্রথম দিকে কেউ বাধাপ্রাপ্ত হলে পরবর্তীতে কারা এগিয়ে যাবেন -তেমন পরিকল্পনা করে দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। নেতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী দলের সিনিয়র নেতারা মূল পয়েন্টগুলোতে থাকবেন কিন্তু জমায়েত সফল করা এবং প্রয়োজনে ‘বাধার মুখে টিকে থাকার’ জন্য সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা এবং ঢাকা মহানগরের নেতাদের ওপর ভরসা করা হলেও সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি এসব নেতাদের সক্রিয় উপস্থিতি না থাকায়। নাম না প্রকাশের অনুরোধে একাধিক নেতা জানিয়েছেন, বিষয়টি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে ক্ষুব্ধ করেছে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পরে সহযোগী সংগঠনগুলোর সঙ্গে তার বৈঠকে। এর আগে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা অবস্থান কর্মসূচির দিনে কে কোথায় ছিলেন সে সম্পর্কিত ভিডিওগুলো সংগ্রহ করেন ও খোঁজখবর নেন।
এ পরিস্থিতিতে ‘দ্রুত নিজেদের মধ্যে ঝামেলা’ মিটিয়ে ফেলার জন্য দলীয় নেতাদের তিনি অনুরোধ করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এমন কয়েকজনের সঙ্গে নিজেও কথা বলে তার অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন, যা নিয়ে এখন দলের অভ্যন্তরে ব্যাপক আলোচনা চলছে।
দলের সাংগঠনিক সম্পাদকদের একজন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার অবশ্য বলছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মারমুখী অবস্থানসহ নানা বাস্তব কারণে অনেকে চেষ্টা করেও যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না অনেক সময়। কিন্তু এর মানে এই নয় যে এটি দলের মধ্যে কোনো হতাশা তৈরি করেছে। তিনি বলেন, সিনিয়র নেতারা অনেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ, যাদের পক্ষে মাঠে নামা কঠিন। কিন্তু তাদের নেতৃত্বও দলের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলে এটি স্বাভাবিক চিত্র। দল নিয়মিতই অবস্থা পর্যালোচনা করছে ও করবে। অনেক সময় কৌশলও পাল্টাতে হয়। অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের কর্মী সমর্থকরা এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। তবে ওই কর্মসূচির এক সপ্তাহের মাথায় ছাত্রদল সভাপতির পদ থেকে কাজী রওনকুল ইসলাম শ্রাবণকে ‘অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে’ সরিয়ে দেয়ার ঘটনা নিয়ে এখন ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে দলের অভ্যন্তরে।

তিস্তা চুক্তি নিয়ে ভারত কি নতুন করে আলোচনা চায়?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে তিস্তার জল ভাগাভাগি নিয়ে একটি খসড়া চুক্তির রূপরেখা তৈরি হয়ে আছে প্রায় এক যুগ হতে চলল। যদিও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, বিশেষ করে পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আপত্তির কারণে তিস্তা চুক্তি আজও সই করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভারত এখন সেই চুক্তির বয়ানে পরিবর্তন এনে বা বিকল্প কোনও প্রস্তাব পেশ করে তিস্তা নিয়ে নতুন আলোচনা শুরু করতে চাইছে কি না ¯ সে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দিল্লিতে একটি সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের পর সে প্রশ্ন তৈরি হয়। গত ২৫শে জুলাই ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে তাদের রিপোর্ট পেশ করে বলেছে, তারা সরকারকে আহবান জানাচ্ছে যাতে তিস্তা চুক্তি নিষ্পত্তি করতে বাংলাদেশের সঙ্গে 'অর্থবহ সংলাপের সূচনা' করা হয়। যে কমিটি এই সর্বসম্মত রিপোর্টটি পেশ করেছে তাতে ভারতের প্রায় সব বড় দলের প্রতিনিধিত্ব আছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন যে তৃণমূল কংগ্রেসের বাধায় তিস্তা চুক্তির জট খুলছে না বলে মনে করা হয়, সেই দলের অন্যতম শীর্ষ নেতা অভিষেক ব্যানার্জিও এই কমিটির অন্যতম সদস্য।

ইমরান খানকে পাঁচ বছরের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা

ইসলামাবাদ (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তানের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সরকারি পদে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এর ফলে এ সময়কালে তিনি আর নির্বাচন করতে পারবেন না।

দুর্নীতি মামলায় মি. খানের তিন বছর কারাদণ্ড হওয়ার তিনদিন পর দেশটির নির্বাচন কমিশন এ ঘোষণা দিয়েছে। মঙ্গলবারের এ ঘোষণার কারণে তিনি আর সংসদ সদস্যও থাকতে পারবেন না। তিনি অবশ্য বরাবরই তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেছেন। তবে পাকিস্তান সরকার এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণার আগে পাকিস্তানের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী মরিয়ম আওরঙ্গজেব বিবিসিকে বলেছেন, আইন অনুযায়ী আপনি আপনার কর্মের জন্য দায়ী থাকবেন। এখানে রাজনীতির কিছু নেই। আদালত একজন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করলে তাকে গ্রেফতার তো হতেই হবে।

৭০ বছর বয়সী মি. খান ২০১৮ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু গত বছর শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ার পর সংসদে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারান।

শনিবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করে যে রায় দেয়া হয় তার মূলে ছিল বিদেশীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহারের তথ্য সঠিকভাবে না জানানো এবং রাষ্ট্রীয় উপহার বিক্রি করে অর্জিত অর্থ তোষাখানায় জমা না দেওয়ার অভিযোগ।

এসব উপহারের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৪০ লাখ পাকিস্তানি টাকা, যা ৬ লাখ ৩৫ হাজার ডলারের সমপরিমাণ।

স্থানীয় গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী নির্বাচনে মি. খানকে অযোগ্য ঘোষণার সিদ্ধান্ত ওই রায় অনুযায়ীই হয়েছে।

পাকিস্তানের আইন অনুযায়ী কোন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না।

তবে মি. খানের আইনজীবীরা তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দেয়া রায়কে আদালতে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং বুধবার ইসলামাবাদ হাইকোর্টে এর শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীকে ইসলামাবাদের কাছেই একটি কারাগারে রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বছরের এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খান আগাম নির্বাচনের দাবি তুলে আন্দোলন করে যাচ্ছিলেন । তিনি সরকার এবং পাকিস্তানের খুবই ক্ষমতাধর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা অব্যাহত রাখেন এবং তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করেন।

গত বছরের নভেম্বরে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নেয়ার সময় ইমরান খানের প্রাণনাশের চেষ্টার সময় তার পায়ে গুলি লাগে, সেই ঘটনার জন্যও তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি এবং সেনা কর্মকর্তাদের দায়ী করেন।

ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে ইমরান খানের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করা হয়েছে। পাকিস্তানে বিরোধী রাজনীতিকদের প্রায়শই এধরনের মামলার মুখে পড়তে হয়। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর মতে, সেদেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের দমনে সরকার আদালতকে ব্যবহার করে।

গত মার্চে তাকে আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল।সুপ্রিম কোর্ট পরে তার গ্রেফতারকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল।

কিন্তু সেবার তার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সহিংস বিক্ষোভে অন্তত দশজন নিহত হয়েছিলো।

ইমরান খান যদি আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে না পারেন, তাহলে একটা বড় প্রশ্ন উঠবে যে তার দল পিটিআই এর কী হবে?

তবে মি. খান এর আগে বিবিসিকে বলেছিলেন যে তিনি নির্বাচিত হতে পারেন কি না পারেন, তার দল পিটিআই টিকে থাকবে এবং উন্নতি করবে। তবে এটি এখন বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে।

এর পরের বড় প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচনকে সামনে রেখে পিটিআই এর অবশিষ্ট নেতৃত্ব এখন দলটিকে কীভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা করবে? ওয়াশিংটনে গবেষণা প্রতিষ্ঠান উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল ক্যুগেলম্যান বলছিলেন।

তারা কি তাদের সমর্থকদের রাজপথে নামানোর চেষ্টা করবেন? সেটা কি সফল হবে? এটা হবে বেশ বড় পরীক্ষা।

ইমরান খানকে কেন্দ্র করেই পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফ বা পিটিআই গড়ে ওঠেছে। তিনিই এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এমনকি, ব্যালট পেপারে এই দলের যে লোগো ছাপা হয় তাতেও ক্রিকেট ব্যাটের ছবি যা ইমরান খানের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনের কথাই তুলে ধরে।

ইমরান খানের দলের উচ্চ পর্যায়ের অনেক নেতা, যারা এবছরের শুরুর দিকেও তাকে ঘিরে থাকতেন, তারা দল ছেড়ে চলে গেছেন। দলে আরো যারা নেতা রয়েছেন তারা গ্রেফতার এড়ানোর জন্য লুকিয়ে রয়েছেন।

এসব থেকেই বোঝা যায় যে ইমরান খানের দল পিটিআইর এর পক্ষে কার্যকর একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে যাওয়া সহজ হবে না।

ফেসবুক ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে মানসিক ক্ষতির সম্পর্ক নেই, বলছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

লন্ডন (এজেন্সী) ঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের করা এক গবেষণা বলছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া ফেসবুকের কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে এই ধারণার পক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিশ্বের ৭২টি দেশের প্রায় ১০ লাখ ফেসবুক ব্যবহারকারীর ওপর ২০০৮ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই জরিপটি চালিয়েছে অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইন্সটিটিউট।

এই গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন এমন একজন অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বলছেন সাধারণভাবে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ফেসবুক ক্ষতিকর, কিন্তু তাদের গবেষণার ফলাফল এই ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে।

তিনি বলছেন বরং তারা দেখেছেন যে কোথাও কোথাও ফেসবুক হয়তো মানুষের মনের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঠিক কী কারণে ফেসবুক থেকে উপকার পাওয়া যাচ্ছে গবেষণায় সেবিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে দেখা গেছে এই সামাজিক মাধ্যমটির কারণে পুরুষ ও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা একটু বেশিই আনন্দ পেয়ে থাকে।

এই গবেষণা প্রতিবেদনটি রয়্যাল সোসাইটি ওপেন সায়েন্স সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণাটি এমন এক সময়ে প্রকাশিত হলো যখন যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ সোশাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিক থেকে তাদের ব্যবহারকারীদের রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাটি হয়েছে শুধু ফেসবুকের ওপর। এই গবেষণায় মেটার অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেমন ইনস্টাগ্রামের দিকে নজর দেওয়া হয়নি।

অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বিবিসিকে বলেছেন, তাদের গবেষণায় যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে তা হচ্ছে ঃ যেহেতু দেশে দেশে ফেসবুক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে সেসব দেশের জনগণের ভালো থাকার ওপর এর কেমন প্রভাব পড়ছে।

তিনি বলেন ঃ সাধারণত মনে করা হয় যে মানসিকভাবে ভালো থাকার জন্য এটি খারাপ। কিন্তু আমরা যখন সব তথ্য একসাথে করলাম, সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো, দেখা গেল বিষয়টা আসলে ঠিক এরকম নয়।

এর আগেও তিনি কিশোর কিশোরীদের প্রযুক্তি ব্যবহার ও তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর গবেষণা চালিয়ে এই দুটোর মধ্যে খুব সামান্যই সংযোগ খুঁজে পেয়েছিলেন।

গবেষকরা বলছেন এবার ফেসবুকের ওপর যে গবেষণাটি চালানো হলো তাতে জাতীয় পর্যায়ে এই মাধ্যমটি ব্যবহারের কী প্রভাব পড়ছে সেটা দেখা হয়েছে, তবে বিশেষ কোনো একটি গ্রুপের ওপর কী প্রভাব পড়ছে সেটা খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বলছেন কারো কারো ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখলেও, ফেসবুক হয়তো ছোট্ট কোনো গ্রুপের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যার ওপর এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়নি।

ফেসবুকের বিভিন্ন কনটেন্ট এর ব্যবহারকারীদের জন্য কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে সেটাও এই গবেষণায় পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

অধ্যাপক এন্ড্রু সাবিলস্কি বলেন, এসব দেখার জন্য আরো অনেক তথ্যের প্রয়োজন।

তিনি বলেন, কখনও কখনও অল্প কিছু লোক হয়তো সোশাল মিডিয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করছে, কিন্তু এবিষয়ে আমাদের কাছে আসলেই কোনো তথ্য নেই।

এই গবেষণাটি করতে গিয়ে গবেষকরা ফেসবুক থেকে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে তারা স্বাধীনভাবেই এই কাজটি পরিচালনা করেছেন এবং এজন্য ফেসবুকের মালিক মেটা থেকে তাদেরকে কোনো অর্থ দেওয়া হয়নি।

গবেষকদের ফেসবুক যেসব তথ্য দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রতিটি দেশে ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ব্যবহারকারীদের ১৩-৩৪ এবং ৩৫ বছরের বেশি বয়সী এই দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা দেখেছেন সোশাল মিডিয়ার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কোনো প্রমাণ তারা পাননি।

বাথ স্পা ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও যোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক পিটার এচেলস এই গবেষণাকে আকর্ষণীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

তবে তিনি বলেছেন, গবেষকরাও যেমন পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে এখানে কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তবে এটা থেকে বোঝা যায় যে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো এখন গবেষকদের জন্য তাদের দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে।

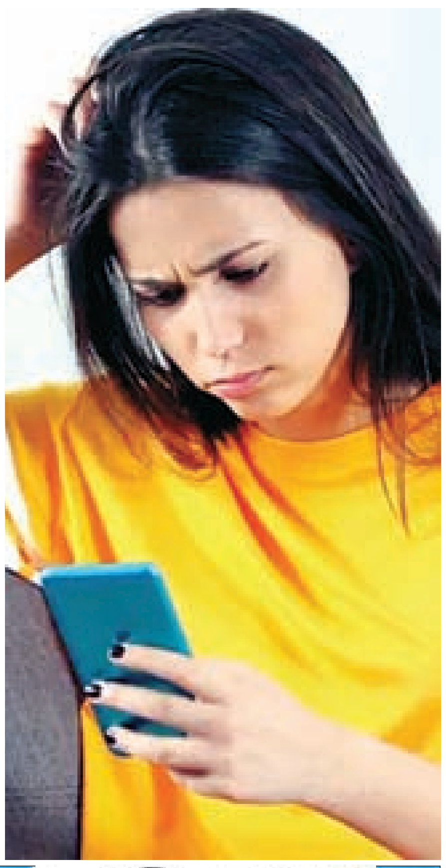

জ্বিন তাড়ানোর ঝাড়ফুঁকের নামে আফ্রিকায় নারীদের যৌন নির্যাতন

সুদান (এজেন্সী) ঃ জ্বিন তাড়ানোর নামে ঝাড়ফুঁক করিয়ে থাকে এমন কিছু পুরুষ আফ্রিকার কিছু দেশে আধ্যাত্মিক কবিরাজ সেজে নারীদের ওপর যৌন অত্যাচার ও শোষণ চালাচ্ছে। বিবিসির আরবী বিভাগের এক তদন্তে উঠে এসেছে এই গোপন জগতের বিস্তারিত।

আরব মুসলিম বিশ্বের কিছু দেশে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা নামে পরিচিত একধরনের ঝাড়ফুঁক বেশ জনপ্রিয়। এই 'কবিরাজ'দের কাছে যারা যান তাদের বেশির ভাগই নারী।

এই নারীরা বিশ্বাস করেন যে এধরনের ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে খারাপ জ্বিনের অশুভ প্রভাব দূর করে নানা সমস্যার সমাধান, রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি করা সম্ভব।

আফ্রিকার দুটি দেশ মরক্কো ও সুদানে এধরনের ঝাড়ফুঁক বিশেষভাবে জনপ্রিয়। এ দুটি দেশে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ৮৫ জন নারীর জবানবন্দী সংগ্রহ করেছে বিবিসি।

এই নারীরা মোট ৬৫ জন কবিরাজের নাম উল্লেখ করেছেন, এবং তাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে ধর্ষণ পর্যন্ত নানা অভিযোগ এনেছেন।

আমরা কয়েক মাস ধরে কথা বলেছি বিভিন্ন এনজিও, আদালত, আইনজীবী এবং অন্য নারীদের সাথে ¯ যৌন অত্যাচারের গল্পগুলো সংগ্রহ করেছি, যাচাই করেছি।

এ ছাড়া আমাদের একজন ছদ্মবেশী রিপোর্টার তদন্তের স্বার্থে রোগী সেজে এরকম একজন কবিরাজের চিকিৎসা নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তার দেহে অশোভনভাবে হাত দেয়া হলে তিনি ওই স্থান ছেড়ে পালিয়ে যান।

কয়েক বছর আগের কথা। ক্যাসাব্লাংকার কাছে একটি ছোট শহরে এরকম একজন ঝাড়ফুঁক বিশারদের কাছে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিলেন দালাল নামে একজন নারী (এটি তার আসল নাম নয়)।

তার বয়স ছিল ২০-এর কোঠায় এবং তিনি বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন।

তিনি বলছেন, সেই কবিরাজ তাকে জানান যে তার ওপর একজন প্রেমিক জ্বিনের আছর পড়েছে এবং এটাই তার বিষণ্ণতার কারণ।

একদিনের চিকিৎসার সময় ¯ যখন তারা ছাড়া আর কেউই উপস্থিত ছিল না ¯ তখন এই কবিরাজ তাকে একটি সুগন্ধি শুঁকতে দিলেন। তিনি বলেছিলেন ¯ এটা কস্তুরী বা মৃগনাভি, কিন্তু এখন দালাল বিশ্বাস করেন যে আসলে তা ছিল কোন মাদকদ্রব্য ¯ কারণ শোঁকার পরই তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এর আগে দালালের কোন রকম যৌন অভিজ্ঞতা ছিল না।

তিনি বলছেন, সেই দিন জ্ঞান ফিরে পাবার পর তিনি দেখতে পান তার অন্তর্বাস খুলে ফেলা হয়েছে, এবং বুঝতে পারলেন যে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

তখন তিনি সেই রাকি (আধ্যাত্মিক চিকিৎসক)'র উদ্দেশ্যে চিৎকার করতে লাগলেন, এবং জানতে চাইলেন যে তাকে কী করা হয়েছে।

আমি বললাম, তোমার লজ্জা হওয়া উচিৎ, কেন তুমি আমার সাথে এমন করলে? সে বললো, আমি এটা করেছি যাতে জ্বিন তোমার দেহ ছেড়ে চলে যায়।

দালাল বলছেন, এ ঘটনা তাকে গভীরভাবে লজ্জিত করে এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে এ জন্য সবাই তাকেই দোষ দেবে। এ কারণে তিনি ঘটনাটির কথা কাউকে বলেননি।

এর কয়েক সপ্তাহ পর তিনি আবিষ্কার করলেন যে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন। এতে তিনি আতংকিত হয়ে পড়লেন, এবং আত্মহত্যা করার কথাও ভেবেছিলেন।

তিনি যখন ওই কবিরাজকে তার গর্ভাবস্থার কথা বললেন, তখন তার জবাব ছিল, সেই জ্বিন নিশ্চয়ই তাকে গর্ভবতী করে দিয়ে গেছে।

দালাল বলছেন, এ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন যে তার সন্তানের জন্ম হবার পর তিনি শিশুটির দিকে তাকাতে, তাকে ধরতে বা তাকে একটি নাম দিতেও অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ওই শিশুটিকে অন্য কাউকে দত্তক নেবার জন্য দিয়ে দেন।

তার কথা, যদি তার পরিবার এ ঘটনার কথা জানতে পারে তাহলে তারা দালালকে মেরে ফেলবে।

আমরা যে নারীদের সাথে কথা বলেছি তার মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকজন তাদের পরিবারকে বলেছেন ¯ তাদের ওপর চালানো অত্যাচারের কথা। পুলিশকে বলার তো প্রশ্নই আসে না।

তারা বলেছেন, তাদের ভয় হলো যদি এই নির্যাতনের কথা তারা কাউকে বলেন তাহলে তাদেরকেই এ জন্য দোষ দেয়া হবে। অন্য কয়েকজন বলেছেন, তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন যে এসব ঘটনার কথা বলে দিলে জ্বিন হয়তো তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে। সাওসান নামে সুদানের একজন নারী বলেছেন, তার স্বামী অন্য এক নারীকে বিয়ে করেন এবং তার সাথে থাকার জন্য পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে যান। তখন নিজেকে পরিত্যক্ত ও নিঃস্ব ভেবে সাওসান একজন কবিরাজের সাহায্য চান। তিনি বলেন, তারা আশা ছিল যে কবিরাজ তার স্বামীকে কিছু একটা ওষুধ দেবে ¯ যার ফলে তিনি সাওসানের সাথে ভালো আচরণ করবেন।

কিন্তু তাকে যে চিকিৎসার পরামর্শ দেয়া হলো ¯ তার জন্য তিনি তৈরি ছিলেন না। কবিরাজ বললেন, তিনি তার সাথে যৌনমিলন করবেন এবং তাদের মিলিত দেহের রস দিয়ে একটি ওষুধ তৈরি করবেন ¯ যা আমার স্বামীকে খাওয়াতে হবে। সাওসান বলছেন, পরামর্শ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে তার মধ্যে কোন ভয়ডর ছিল না। তার আস্থা ছিল যে আমি পুলিশ, আদালত বা এমনকি আমার স্বামীর কাছেও এই ব্যক্তির কথা বলে দেবো না। সাওসান বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ওই স্থান ত্যাগ করেন এবং আর কখনো সেখানে ফিরে যাননি। সেই কবিরাজের আচরণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও দায়ের করেননি। সুদানে আমরা যে ৫০ জন নারীর সাথে কথা বলেছি তাদের মধ্যে তিনজনই বিশেষ একজন আধ্যাত্মিক নেতার কথা বলেছেন। তার নাম শেখ ইব্রাহিম। একজন নারী ¯ যার নাম আমরা প্রকাশ করছি না ¯ বলেছেন, তাকে শেখ ইব্রাহিম যৌন মিলন করতে বাধ্য করেছেন।

আলাফ নামে আরেকজন নারী বলেনে, শেখ ইব্রাহিম তার সাথে যৌন মিলন করতে চাইলে তিনি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। তিনি বলেন, তার নিজেকে ক্ষমতাহীন মনে হয়েছিল।

শেখরা যে এসব বলে বা করে এটাই অনেক লোক মানে না। তারা এসব কথা বিশ্বাস করে না। আমি সাক্ষী কোথায় পাবো? ওই ঘরে আমি যে তার সামনে ছিলাম তা তো আর কেউ দেখেনি।

ফলে এ ব্যাপারে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য আমাদের দলের সাথে কর্মরত একজন ছদ্মবেশী সাংবাদিক শেখ ইব্রাহিমের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন। আমরা এই রিপোর্টারের নাম দিয়েছি রীম। তিনি সন্তান হচ্ছে না এমন এক নারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে শেখ ইব্রাহিমের কাছে গেলেন। শেখ ইব্রাহিম বললেন, তিনি তার জন্য প্রার্থনা করবেন, এবং মাহায়া নামে এক বোতল উপশমকারী পানি তৈরি করে দিলেন ¯ যা তাকে বাড়িতে গিয়ে খেতে হবে। রীম বলছেন, এর পর তার খুব কাছ ঘেঁষে বসলেন শেখ ইব্রাহিম এবং রীমের পেটের ওপর হাত রাখলেন। রীম যখন তার হাত সরাতে বললেন তখন তিনি তা না করে কাপড়ের ওপর দিয়ে হাতটাকে আরো নিচে যৌনাঙ্গের ওপর নিয়ে গেলেন। রীম তখন দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন। সে আমাকে সত্যি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তার চেহারাতে এমন একটা ভাব ছিল যা উদ্বেগজনক ¯ পরে আমাদের বলছিলেন তিনি। রীমের কথায়, শেখ ইব্রাহিমের আচরণে বোঝা যাচ্ছিল যে এ ধরনের কাজ তার জন্য এটাই প্রথম নয়। বিবিসি রীমের ব্যাপারে শেখ ইব্রাহিমকে প্রশ্ন করেছে। তখন তিনি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসা নারীদের ওপর যৌন হয়রানি বা আক্রমণ চালানোর কথা অস্বীকার করেন, এবং হঠাৎ করেই সাক্ষাৎকার শেষ করে দেন।